আনন্দ-মুষল



রচয়িতা

প্রণবসিদ্ধ ব্রহ্মাবধূত

ওঁম্ বাবা (শ্রীমৎ (পরমানন্দ) সরস্বতী)



প্রকাশক

শ্রীমৎ ভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর-মঠ, রামরাজাতলা, হাওড়া।

সন ১৩৩৭

প্রিণ্টার—ভোলানাথ বসু

দয়াময় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩৭নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[মূল্য ৸০ বার আনা

প্রস্তাবনা ।



আনন্দ-মুষল হয়, বঙ্গের মুষল ।
যে, সহিবে ঘাত তা'র, তাহারি কুশল

ভূমিকা।

এই আনন্দ-মূষল গ্রন্থখানি, তিন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনায়, বর্ত্তমান সমাজের বহুপ্রকার দোষ ও দুর্ব্বলতা, চল্‌তিকথায় যাহাকে "গলদ" বলে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, দুর্ব্বলতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে, তাহার সংস্কারের উপায় সহজেই লভ্য। তা'ই ব্রহ্মবিদ্‌ কবিবর, অর্থান্তর ও অলঙ্কার বিশেষে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনার্থ, অতি অপূর্ব্ব ও হৃদয়গ্রাহী উপমা দ্বারা, সেই দোষের সমালোচনা করিয়াছেন; যাহাতে সমাজ তাহার স্বদোষদর্শনে, সংস্কার দ্বারা অধঃপতিত মনোভাবকে, উত্থানের পথে লইবার জন্য সচেষ্ট হয়। বঙ্গ-সমাজ—প্রতি বৃথা দোষারোপ করিয়া, ঘৃণা প্রকাশ করা, তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এই অধ্যায়ের শেষভাগ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহা "সোণার বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনেক সময় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপমা অভাবে, সাধারণের নিকটে একেবারে তিক্ত ও নীরস অনুমিত হয়; কিন্তু কৌতুকপূর্ণ উদাহরণ দ্বারা, সহজেই তাহা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। সেই ভাবে যুগপৎ সাধারণের সহজবোধ্য ও মনোরম করার জন্য, রকমারি ভাবে সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে "বাঙ্গালার সাড়া" যে ভাবে বর্ণিত, তাহা দেশের আধুনিক অবস্থা দেখিয়া; যাহাতে লোকে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমিকতা লাভ করে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে দূরে থাকে এবং নির্ব্বিরোধে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এক কথায় কবির যাহা উক্তি, তাহা সমাজ-সংস্কার এবং স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ লক্ষ্য করিয়া। কবিবর যেরূপ ভাষায় ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আজি, বঙ্গের রসরাজের অভাব, বোধ করিতে পারিতেছি না। তত্ত্বজ্ঞ কবির রচনা-নৈপুণ্য, বঙ্গীয় কাব্যভাণ্ডারকে অমূল্য রত্নে সুশোভিত করিয়াছে। কবিরচিত "আনন্দ রসাল" গ্রন্থ এই ভাবের অন্যতম নিদর্শন।

এই আনন্দ-মুষল-গ্রন্থ-রচয়িতা, একদিকে যেমন জগতের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্ এবং তত্ত্বজ্ঞানবিচারমূলক সঙ্গীত-রচনা-নৈপুণ্যে অসাধারণ, অন্যদিকেও তেমনি ব্যবহারিক জগতের ভিতর দিয়া, লোক শিক্ষার জন্য, তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বপূর্ণ তত্ত্বোপদেশ প্রদানে, একটুও কুণ্ঠিত নহেন। আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এই অমূল্য গ্রন্থ, মোহান্ধ জীবগণের মোহ-ভ্রম দুর করিয়া, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাবের পুনরুদ্দীপনা আনয়ন পূর্ব্বক, অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থানের পথে অগ্রসর হইবার, একটী বিশেষ সহায় স্বরূপ হইবে।

প্রকাশক।

ভারত-স্তুতি।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

নমি অয়ি ভবভূতিশালিনী।
চিরআর্য্যসেবিতা, চিরমুকতি-ভূমি,
চিরসন্তাচিতিসুখদায়িনী।

প্রতি অণু তব যোগ-যাগ-পূত, সিদ্ধগুণযুত প্রতি যোগ্য সুত,
ত্যাগ-ধর্ম্ম তব বিশ্ব-মনঃপূত, সর্ব্বভূত-সর্ব্বহিতসাধিনী।

আদিসত্ত্ব-আচার, তব বিটপী-মূলে,
আদিতত্ত্ব-বিচার, তব তটিনী-কূলে,
আদিবিদ্যা-প্রচার, তব তাপস-কুলে,
ষড়্ঋতু-জয়কেতুধারিণী;
স্বর্গাদপি তুমি গরিয়সী জননী, সুচিরযৌবনা, শ্যামলবরণী,
সংসার-কাননে সৌভাগ্য-শরণি, জন্ম-মৃতি-সর্ব্বকালসঙ্গিনী।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ—	শুদ্ধ—	পৃষ্ঠা—	পংক্তি-
নির্দ্ধত	নির্দ্ধৃত	৯	১৭
জিল	জিলা	১২	৯
লোকেয়	লোকের	৩৪	৯
সুখ সাড়াতেই	সুখ-সাড়াতেই	৪০	১০
দম্ভ কাড়া	দম্ভ-কাড়া	৪০	১০
উড়	উড়্	৪২	১
নদে	নাদে	৭৮	২
বেশ	বেশ্	৮১	১
?	।	৮১	১০
ক'রে	করে	৮৮	১৮
ভাণ	ভান	৯০	১৬
স্থাপিরা	স্থাপিয়া	৯৫	১৯
ব্যথা	ব্যথী	৯৬	১৬

'পা না চলে জলাশয়ে, বঙ্গে হেন পানা।'

উপরোক্ত লাইনটি ২৮৮ নম্বরের ষষ্ঠপদের নিম্নে সন্নিবেশিত হইবে।

ওঁ

আনন্দ-মুষল

বর্ত্তমান বাংলা

১

বঙ্গ চিররঙ্গ-ভূমি মায়া-প্রকৃতির,
বাঙালীর কর্ম্মদোষে নত তা'র শির ;
জ্ঞানী, গুণী বঙ্গে যত, সবে বাক্যবীর
দেখায় প্রকৃতি তা'ই, লীলা বিকৃতির ॥

২

বর্ত্তমানে উপনীত, বঙ্গ যে দশায়,
অবজ্ঞাত বাঙালীর, উন্নতি বিধায়,—
কিছু তা'র পরিচয়, বহুলোকে চায়।
ব্যক্ত ক্রমে সেই সত্য, সরল গাথায়

৩

বাংলায় জল নাই, জলে মূত্র মল,
বাংলায় বল নাই, বল মাত্র দল ;
বাংলায় ধর্ম্ম নাই, আছে কর্ম্ম-ছল।
বাংলায় ধর্ম্মী নাই, ধর্ম্মী সাজে খল।

৪

বাংলায় রাম নাই, বাংলায় হাম্,
বাংলায় ধাম নাই, আছে খাড়া থাম :
বাংলায় বাম নাই, বাংলায় কাম।
বাংলায় সাম নাই, আছে ধূম ধাম ॥
পত্র নাই, আছে বঙ্গে, ভুয়ো নাম-খাম !

৫

বাংলায় ঠোস নাই, বাংলায় ঘোষ,
বাংলায় কোশ নাই, দোষভরা কোষ :
বাংলায় পোষ নাই, বাংলায় শোষ,
বাংলায় তোষ নাই, আছে রোষে ফোঁস্ ॥

৬

বাংলায় ভক্ত নাই, বাংলায় ভেক,
বাংলায় ভীম নাই, বাংলায় ভেক ;
বাংলায় সন্ধি নাই, বাংলায় এক।
নাই বঙ্গে সমন্বয়, বঙ্গে ব্যতিরেক ॥

৭

বাংলায় লোক নাই, বাংলায় জোঁক,
বাংলায় রোখ্ নাই, বাংলায় ঝোঁক ;
বাংলায় ঢোক নাই, বাংলায় ঠোক।
বাংলায় মোক (মুক্তি) নাই, বাংলায় শোক

৮

বাংলায় হাত নাই, বাংলায় বাত,
বাংলায় পূর্ত্তি নাই, বাংলায় পাত ;
বাংলায় ঘাত চেয়ে, বেশী প্রতিঘাত।
বাংলায় স্বাস্থ্য নাই, থাকিতেও ভাত ॥

৯

বাংলায় চেলা নাই, ঘরে ঘরে গুরু,
বাংলায় লঘু নাই, সব তথা গুরু ;
বাংলায় পাণ্ডু নাই. বাংলায় কুরু।
বাংলায় সিদ্ধি নাই, আছে বটে সুরু ॥

১০

বাংলায় গুপ্তি চেয়ে, প্রশস্ত ব্যাখ্যান.
বাংলায় নাম তরে, রাজসিক দান ;
বাংলায় পূরা নাই, বাংলায় খান।
বাংলায় সত্য নাই, বাংলায় ভান ॥
বাংলায় চক্ষুদান, সুষ্ঠু অবদান !

১১

বাংলায় ধ্যান নাই, আছে ভাষা-জ্ঞান,
বাংলায় শিক্ষা নাই, দীক্ষাই প্রধান ;
বঙ্গে, মূল-সঙ্গ নাই, তবু মোটা মান।
বঙ্গে বেশী বর্ষা, বান, নাই এক টান ॥

১২

বাংলায় ভাষ, বাস, শিখা, সূত্র, রূপ,
বুদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্ষ্য, লক্ষ্য, সব সূক্ষ্ম রূপ :
বাংলায় চুপ নাই, আছে দাপ হুপ্ ।
বাংলায় যত ভূত, সব অপরূপ ॥

১৩

বঙ্গে চাষী কামী বেশী, ক্ষেত বহুপ্রসূ,
বাংলায় অবতার, কীট, পাখী, পশু :
বাংলায় অল্পতায়, লোক যেন বসু ।
বাংলায় জোনাকিতে, দূষে বিভাবসু ॥

১৪

বাংলায় আশু সব, সবুর না সয়,
বাংলায় সব জাতি, অনুকারাব্যয় ;
বঙ্গে দ্বেষ দেশযোড়া, ভাব দ্বন্দ্বময় ।
বাংলায় অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্নের জয় ॥

১৫

ভূতনাথ চেয়ে বঙ্গে, পূজ্য পঞ্চভূত,
বাংলায় কাল দূত, নাই অবধূত,
বঙ্গে ধাতু-মাটি-ঢিপি, ঠাকুর অচ্যুত ।
বঙ্গে বেদ-চর্চ্চা নাই, তন্ত্র মনঃপূত ॥
বঙ্গ ত নিগম-পূত, আগম-নির্দ্ধৃত !

১৬

বাংলায় সমাজের, নিত্য ব্যভিচার,
বাংলায় সমাজের, ঘোর অত্যাচার,
বঙ্গে যন্ত্র-মন্ত্র-বল, নিয়ে অভিচার।
সদাচার নামে বঙ্গ, পালে মিথ্যাচার ॥

১৭

বাংলায় পাত্র, মিত্র, বিশ্বাসঘাতক,
বাংলায় অতি মাত্র, মাদক-পাতক ;
বাংলায় প্রতি-শ্বাস, স্বার্থের দ্যোতক ;
বঙ্গে ত শ্ববৃত্তি-প্রিয়, সন্ত্রস্ক জাতক ॥

১৮

বাংলায় নর নারী, বারোয়ারী সং,
বাংলায় প্রতি যাগে, বারোয়ারী রং ;
বাংলায় প্রতি অণু, ধরে ভেদ-ঢং।
বাংলার বিস্ফোটক—যং, রং, বং ॥

১৯

বাংলায় ত্রি-দয়ের, বক্র আবর্ত্তন,
বাংলায় বৈষ্ণবতা, গো-স্বামী-রক্ষণ ;
বাংলায় বারমাসে, তের আয়োজন।
বঙ্গে নব খিচুড়ির, নিত্য প্রয়োজন।
বঙ্গে ধর্ম্ম-খিচুড়ীর নবোপকরণ ॥

২০

বাংলায় ফ'তোবাবু—কাক সর্ব্বভুক্,
বাংলায় পাঁচভূত, জানে বহু তুক্ ;
বাংলায় নাট্‌শালে, আটুলে কৌতুক
বাংলায় বুক নাই, পুঁজি শুধু মুখ ॥

২১

বাংলায় রসিকের, গৃহে নিত্য রাস,
বাংলায় তত্ত্বজ্ঞের, অধোপথে বাঁশ ;
বাংলায় ছাদ্মিকের, সদা পৌষ মাস।
বাংলায় বর্গত্রয়—দাবা, পাশা, তাস ॥

২২

বাংলায় গুপ্ত প্রীতি, সিদ্ধ নিপাতনে,
বাংলায় ব্যক্ত প্রীতি, পোষ্য-বিঘাতনে
বাংলায় প্রভু-নীতি, নারী-নির্য্যাতনে।
বাংলায় মুক্তি-ভূতি, কীর্ত্তনে নর্ত্তনে ॥

২৩

বাংলার যোগ-ফল, যুগ্মের আশায়,
বাংলার ভোগফল, অকূলে ভাসায় ;
বাংলার বিদ্যাফল, অবিদ্যা-বাসায়।
বাংলার গুণ ফল, ভাসে না ভাষায় ॥

২৪

বাংলায় বহু রসে, রসের বিকার,
বাংলায় বহু মতে, মত দোষাগার ;
বাংলায় বহু ঘরে, ষষ্ঠীর বাজার।
বাংলায় বহু অর্থে, অনর্থ-প্রসার ॥

২৫

বাংলায় ব্রহ্মচর্য্য, পরধনে আশ,
বঙ্গের গার্হস্থ্য মাঝে, পরভাবোল্লাস ;
বাংলায় বানপ্রস্থ, পরঘরে বাস।
বঙ্গের সন্ন্যাস হয়, পরান্ন-বিনাশ ॥

২৬

বাংলায় ধনবান, পাষাণ-পুতুল,
না সরায় হাত দিয়ে, একগাছি চুল ;
বাংলায় কুলগুরু, কুল-প্রতিকূল।
বাংলায় বিতণ্ডায়, মূল-মন্ত্র-ভুল ॥

২৭

বাংলায় অলঙ্কার, অহঙ্কার মূল,
বাংলায় প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, অজ্ঞ-চক্ষুশূল ;
বঙ্গে এবে দীক্ষাগুরু, ঝুঠা নারীকুল।
বঙ্গের ভিক্ষার ঢং, জগতে অতুল ॥

২৮

অকালবোধন বঙ্গে, রসভরা মাটি,
পরকীয়া শক্তি-সঙ্গ, ভাবি' তা'কে মা-টি ;
বঙ্গে ধর্ম্মে চলে মীন, মাংস, মুদ্রা, খাঁটি।
বাংলায় তীর্থ, ঘাট, অভিসার-ঘাঁটি ॥

২৯

বাংলায় দেবস্থান, রকমারি ডিপো,
জামাই, বোনপো, শ্যালা, সকলেই নেপো ;
বঙ্গে কামে আস্থা ভারী, কার্য্যকালে হেঁপো।
বঙ্গে গল্প, তেকে, হুঁকো, বেশী ভাগ উপো ॥

৩০

বঙ্গে কুল, অঙ্গনার, মূর্চ্ছা, শুচিবাই,
আশৈশব শ্রীচরণ-ছুঁচো সব ভাই :
বাংলায় মূত্র কফে, পুকুর বোঝাই।
বাংলায় মুখে বাস, বুকে বাস নাই ॥
বঙ্গে গুরু, ফোঁকা গোপ, ভক্ত ফুঁকো গাই

৩১

বাংলায় বেচারাম, কেনারাম কম,
বাংলায় অসংযম, সর্ব্বজন-যম ;
বাংলায় ফুঁক্ আছে, নাহি পূরা দম্।
বাংলায় যে যা' করে, তাহাই হরদম্।

৩২

বাংলায় কালাপেড়ে ধুতীপরা রোগ,
বঙ্গনারী সাজ যেন, যাচে নগ্নযোগ ;
বঙ্গে কর্ম্মভূমে নানা, মিথ্যা অভিযোগ
বাংলায় কুড়েমীর, সুবর্ণ-সুযোগ ॥

৩৩

বঙ্গে অঙ্গে খোষ-দাগে, লজ্জা পায় চিতা,
বঙ্গে অতি হতভাগা, দুহিতার পিতা ;
বঙ্গের শ্মশানে জ্বলে, অবিরাম চিতা ।
বঙ্গে জ্ঞানকথামৃত, লাগে আগে তিতা ॥

৩৪

বাংলায় সহজেই, সাজে লোকে মিতা,
বঙ্গে তারা শত শত, অতি কম সীতা ;
বঙ্গের হজমীগুলি, ভাগবত, গীতা ।
তাম্বুলের ত্যক্ত রাগে, গুর্ব্বিণী শঙ্কিতা ॥

৩৫

বঙ্গে উপধর্ম্ম নিয়ে, বড়ই গোঁড়ামী,
পাকা আমি-সম্ভাবেও, সতত পাকামী ;
বাংলায় ন্যাকামী যা', শুধু তা' ঠকামী ।
বঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা,—বকামী জ্যাঠামী

৩৬

বঙ্গে বালবিধবার, অতি পোড়া ভাল,
কাশী-দ্বীপ-বৃন্দাবনে, ব্যক্ত তা'র হাল :
বাংলায় বিলাসিতা, বাঙালীর কাল।
বঙ্গে যৌথ ব্যবসায়, সাজায় কাঙাল ॥

৩৭

বঙ্গে দুধে লূণ সম, বিরুদ্ধ ভোজন,
বঙ্গে কেহ নাহি চলে, বুঝিয়া ওজন ;
বঙ্গে যুগ-পণ-ভঙ্গ, না যেতে যোজন।
দেখি' টেড়ি, খোপা, বেশ, বিস্মিত ভূ-জন

৩৮

বঙ্গে নদ-নদী-খালে, হাঙর, মকর,
সুন্দর সুন্দরবনে, ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর ;
বাংলায় স্ব-ঘরেই, বিভীষণ-চর।
সত্ব ভুলে মত্ত নর, নিয়ে শিশ্নোদর ॥
প্রকাশ্য কসাইখানা, বঙ্গে প্রতি ঘর !

৩৯

বঙ্গে ঘরে কাঁদে ছুঁচো, বাহে লম্বা কোঁচা,
বঙ্গে ষট্‌চক্রযোগে, শঠ-চক্র-খোঁচা ;
বঙ্গে বহু পুচ্ছধারী, অতি কম বোঁচা।
চা-চা করি' চেঁচাইলে, চা যোগায় চাচা ॥
হট্ টি-টি পাখীরবে, 'হট্ টি' শুনে নাচা !

৪০

বাংলায় ছিন্নমস্তা-সাধক প্রবল,
এমনি ধী-বল, পায়ে, শিকল ডবল ॥
বঙ্গে যোগ্য হীনবল, অযোগ্য সবল।
বাংলায় শাঠ্য-বল, হট্টের সম্বল ॥

৪১

বাংলায় রসচূড়া, হরিখুড়া নানা,
আয়াধিক ব্যয়ে বঙ্গে, চলে বাবুয়ানা ;
বাংলায় শিস্-গানে, প্রাণে দেয় হানা।
স্থল-জল-নভঃ ঘেঁটে, বাংলার খানা ॥
'মৃগী বোল' মদ খেয়ে, সার করিং খানা ॥

৪২

বাংলায় পাঁজি-পাঠে, নাহি বোল হাঁজী,
চলে বঙ্গে মা-জী ব'লে, পাজির কার্সাজি ;
বাংলায় রাজেশ্বর, রাজীতেও রাজি।
বাংলায় বাবাজীর, গুণ পট্টিবাজি ॥

৪৩

বাংলায় কায চেয়ে, সাজে মজে ঝাঁক,
বাংলায় জানা চেয়ে, মানাতেই জাঁক ;
বাংলায় মামলায়, ধনাগার ফাঁক।
বাংলায় দাতা দানে, ফুঁকে জয় শাঁক ॥

৪৪

বাংলায় স্বল্পবিদ্, হয় সবজান,
বাংলায় যানে যানে, জান ত্বরা যান ;
বিবি নিয়ে ন'টো-বাবু, আগু পিছু চান।
বঙ্গে পরচর্চ্চা-হেতু, কর্ম্ম—শুধু ফান্ ॥

৪৫

কালীপূজা, বারোয়ারী, রঙ্গমঞ্চে লীলা,
আড্ডা, ক্লাব এই পঞ্চে, বঙ্গে প্রেম ঢিলা ;
বঙ্গে গুরুবাক্যে চলা, বুকে ধরা শিলা।
ভাবোদ্গারে নাই বঙ্গে, সার বস্তু গিলা ॥
ধরে ভিন্ন ভাব-রুচি, বঙ্গে প্রতি জিল !

৪৬

বঙ্গে অর্থী, অর্থবতী, হয় অভিশাপে,
বঙ্গ-লক্ষ্মী কাঁপে ভয়ে, কুলগুরু-পাপে :
কুল-লক্ষ্মী পিটে কুলো, কুলগুরু-চাপে।
কন্যা-কুল নাশে বঙ্গে, পেশোপুত্র-বাপে ॥
বঙ্গে একে ডুবে জলে, অন্যে জল মাপে ॥

৪৭

না জানে বঙ্গের যুবা, সাধুর সম্মান,
ডেঁপোমিতে শতমুখ, বৃদ্ধ সন্নিধান ;
বঙ্গে সাধু-বাক্যে আস্থা, না রাখে ধীমান্।
দেখে শুধু সাধু-দোষ, বঙ্গ সুসন্তান ॥
বঙ্গে সাধুগুরুনামে, কুললক্ষ্মী-হান ॥

৪৮

আসরে বাসরে বঙ্গে, কবিতা রূপসী,
খোঁচা খেয়ে বোঁচা হ'য়ে, সাজেন তাপসী
বঙ্গের প্রেয়সী কোথা, কাযে না বায়সী।
বঙ্গে বর্ষীয়সী দাসী, মেনকা, উর্ব্বশী ॥

৪৯

বাংলায় সব গোত্রে, 'কবর্গ' প্রবর,
বঙ্গে নারী চাহে বর—বর যুক্ত বর :
ক্ষেত্রটি উর্ব্বরা বঙ্গে, ক্ষেত্রী না জবর
ক্ষেত্রী গাত্র ষষ্ঠীবর, নহে নৃপবর ॥

৫০

ফসল প্রচুর বঙ্গে, তবু দৈন্য-দুখ,
নীলামে বিকায় চাষী, এতাধিক ভুখ্ ;
বাংলার ক্ষেত্র-চাষে, আগে বড় সুখ।
শেষ ফল দেখি' চাষী, আসলে বিমুখ ॥

৫১

বঙ্গে ক্ষেতে সনে প্রায়, ডবল ফসল,
কোন সনে ততোধিক, কি চাষ-কৌশল :
কোন সনে বাদ না তা', এক যা' আসল
মাত্র ক্ষেত্র-অকুশল, বৃষল-মুষল ॥

৫২

বঙ্গের কৌলিন্য-প্রথা, যেন বাত গেঁটে,
সস্তা দরে বস্তা-মাল, আসে কাছে হেঁটে ;
বেপারী তা' বোমা মেরে, দেখে আগে ঘেঁটে
ভেস্তা সে প্রসাদ, ভক্তে, লয় শেষে বেঁটে ॥

৫৩

বঙ্গে বড় দুরবস্থা, সস্তা সে ভেস্তার,
ভুঁড়ী দেখে বুড়ী-মুখে, জারি ইস্তাহার :
গুঁড়ী ধ'রে টানাটানি, যবে বারম্বার।
বৃদ্ধি পায় যোগ-ফল, করি' কাশী সার ॥
তেল জ্বেলে পুড়ে মরা, যাগ অঙ্গনার !
নারীমেধ-যজ্ঞক্ষেত্র, বঙ্গের সংসার।

৫৪

বাংলায় বুড়ো বরে, কন্যা সম্প্রদান,
বঙ্গে ছাগ বলিতেই, বংশের নির্ব্বাণ ;
বাংলায় ভাবাবেশে, ভোগী—ভগবান।
বঙ্গে শক্তিপূজা-স্থল, কসাই-দোকান ॥
বঙ্গে এবে শিষ্টাচার সিগার, চা-পান ॥
রাখে যে মুসল-মান, সে মুসলমান !

৫৫

বঙ্গে বহু ষষ্ঠীপূজা, গৌরীদান-ফলে,
দশম বরষে কোথা, গাছে ফল ফলে ;
নাড়ীদোষ একচেটে, যুবতীর দলে।
কুড়ি না পূরিতে বুড়ী, পুড়ি' শোকানলে ॥

৫৬

বঙ্গে 'অনু', 'অন্ন', 'জিতু', 'গন্ধী বাজীকর',
'উত্তরের গিরিদ্বয়', সকলি ঈশ্বর ;
কেহ যুগ্ম অবতার, নেড়ে ছবি, কর।
মাটি কেহ করে মোণ্ডা, নিয়ে ভানু-কর ॥
বঙ্গে এবে ভূত পূজ্য, ত্যজ্য হরিহর ॥

৫৭

নাই বঙ্গে জীবন্মুক্ত, আত্মজ্ঞ-আদর,
সমাদৃত সর্ব্ব ঠাঁই, পোষাকী বাঁদর :
বঙ্গে যথা দিগম্বর, নখী জটাধর।
মুখরিত জয়-নাদে, তথায় অম্বর ॥

৫৮

উচ্চভাষী, পুচ্ছধারী, বঙ্গের পণ্ডিত,
দম্ভ-স্বার্থ-মিথ্যাবাদ-কাপট্য মণ্ডিত :
বঙ্গে সত্যব্রত সদা, সমাজে দণ্ডিত।
যা'র তা'র ভাষণেই, ঋষিত্ব খণ্ডিত ॥

৫৯

বঙ্গে গুরু-সঙ্গ-ত্যাগ, গণ্য ত্যাগ-নামে,
পূর্ব্ব হ'তে সে অপূর্ব্ব ত্যাগ কাশীধামে
বাংলায় গুরু-স্তুতি, গুরুর দুর্ণামে।
বাংলায় গুরু-বল, ফলা চাই কামে॥

৬০

বঙ্গে আদ্য শঙ্করের, কেবল অখ্যাতি,
ঘোড়া অবতার-নামে, সিন্নী দিবারাতি;
পিতৃ-পিতামহ-নামে, নিভে মান-বাতি।
হীরা জোলা-নাতি-নামে, উঁচু বক্ষ-ছাতি

৬১

বঙ্গে এক-নিমন্ত্রণে, দশানন খাস,
চলে বঙ্গে একষণ্ডে, বহু ক্ষেত্রে চাষ;
বহুমূর্ত্তি ভজি' বঙ্গে, জড়ত্ব-বিকাশ।
বাংলায় ভেদ-মন্ত্র, অধীনতা-পাশ॥

৬২

বঙ্গের প্রবল ঝড়, বিধবা-নিশ্বাস,
দুঃখাশ্রু-প্রবাহ বাড়ি', বানের উচ্ছ্বাস;
মনস্তাপ-হুতাশেই, ত্রিতাপ তরাস।
সতীত্ব-বিনাশ-পাপে, ভূকম্প-প্রকাশ॥

৬৩

বিধবা-হতাশ-রূপ,—বঙ্গের আকাশ,
শাপরূপে সাপাঘাত, ক্লেশে কারাবাস ;
বাসাবাস-অন্নাভাবে, দুর্ভিক্ষ, প্রবাস।
গালি-গর্ভপাত-দোষে, রোগ, শোক, নাশ ॥

৬৪

বঙ্গে বাল্য-বিবাহেই, বহু তাপ, জ্বালা,
বাংলায় দাসখত, প্রিয় কণ্ঠ-মালা ;
বাংলায় কালা-ছাঁচে, মন, প্রাণ ঢালা।
কালা-প্রেমে বঙ্গবালা, তা'ই ঝালাপালা ॥

৬৫

বাংলায় সব ক্ষেতে, সরু-মোটা কাঁটা,
গাড়োয়ানী ঢঙে গোঁফ, দাড়ি, চুল ছাঁটা ;
সরে বঙ্গে উপ-ভূত, দেখি' লম্বা ঝাঁটা।
বাংলার প্রিয়াহার, শাক, পাতা, ডাঁটা ॥

৬৬

বাংলায় মুখে হাসি, বুকে কফরাশি,
পিলে বলে, ছেলে পিলে, বড় ভালবাসি ;
বাংলায় অসি নাই, বাংলায় বাঁশী।
বাংলায় দাসীভাব, দাসী নয় বাসী ॥
তীর্থ নয়, বাংলার, জন্মভূমি—কাশী !

৬৭

পরকুৎসা বাংলার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কায,
ডাহা খাজা, সঙ সাজা, নিয়ে পরসাজ :
বাংলায় ললনার, বাসে বাঁধা লাজ।
মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাটে, পড়ে তা'য় বাজ

৬৮

বাংলায় পাকা ঘরে, থু থু, কফ, পোঁটা,
শুধু শুধু বধূ'পরে, ননদের খোঁটা ;
সাধুতার চিহ্ন শুধু, মালা আর ফোঁটা।
বাংলায় ফল ছেড়ে, ধরে আগে বোঁটা॥
ভাগে তুষ্ট নহে বঙ্গ, সব চায় গোটা॥

৬৯

বাংলায় জংলায়, নষ্ট সাঁচা রাগ,
কভু না তা' যোড় খায়, হয় যা'র ভাগ ;
উড়িয়া উড়ায় পরে, বঙ্গে ঘুঘু ঘাগ।
কুলঘ্নের মেয়ে-ছেলে যেন ছাগী, ছাগ !

৭০

বাংলায় দেবদেবী, কৃষ্ণ আর কালী,
দুই কালি-কালী ক'ষে, প্রাণে মাখা কালি :
বালি চেয়ে কচ্‌ক'চে, বাংলার গালি।
বঙ্গে মুক্তকচ্ছ-বল, ব'য়ে কুঁড়োজালি॥
বঙ্গে উড়ো উড়েমালী, কৃষ্ণ বনমালী !

৭১

মোটা চা'লে রুষ্ট বঙ্গ, মাগে সব সরু,
বাদ শুধু মোটা মান, জরু, গরু, তরু ;
বাংলায় খোয়া নাই, বাংলায় চরু ।
মরু বটে নাহি বঙ্গে, ধনী-হৃদি—মরু ॥
খর নাই, বঙ্গে খরু, ঢিলা অঙ্গ-পরু !

৭২

বাংলায় নামে ঢাকা, কাযে সব খোলা,
বঙ্গে পূরা কালা-প্রেম, পূরা একতোলা :
বাংলায় ডিম্বকোষ, ঝোলা চর্ম্মদোলা ।
বাংলায় বোল, চা'ল, বাছা, চাঁচা ছোলা ॥

৭৩

বাংলায় ধাতু নাই, বহু জড়ী বুটি,
লুটিপুটি' লয় সব, পাঁচভূত যুটি' ;
ফন্দী-যুক্তি-মন্ত্রণায়, যত আঁটিসুটি' ।
কার্য্যকাল আসিলেই, বাঁধ যায় টুটি' ॥
বঙ্গে কাঁচামাল-লোভে, কাঁচে পাকা ঘুঁটি ॥

৭৪

পিশাচের লীলা-ভূমি, বাংলার মেলা,
শূল সম সাংঘাতিক, ওঁছা চেলী, চেলা ;
বঙ্গে মধুচক্র যথা, তথা চক্র-খেলা ।
ভিড়ে যেতে ভিড়ে লোকে, মরে এলে ঠেলা ॥
পতিত যে, সে ত বঙ্গে, হেয়, হেলাফেলা ॥

৭৫

বাংলার রসাভূমে, সর্ব্বনেশে মশা,
নবযুবা-রসিকের, ক্ষণে ক্ষণে দশা ;
বীজ বেশী ঢালে চাষী, পেলে জমি চষা।
সব ভাব খসা, ধসা, গ্রন্থি শুধু কষা॥

৭৬

বাংলায় বিনা রাজ্যে, ঘুষে লোক রাজা,
বুড়ো হাজা বাসী বরে, পায় ক'নে তাজা :
বাংলায় চলে এত, ধোয়া, ঘসা মাজা।
মূল রাখা কষ্টে ঘটে, সাজা হয় সাজা॥

৭৭

প্রতিকর্ম্ম-প্রারম্ভেই, বঙ্গে উড়ে ধ্বজা,
বাজে ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, নাচে উড়ে মজা
চারিধারে রোশনাই, কত সাজা, ভজা।
কতরূপ পানাহার—মদ, গাঁজা, অজা॥

৭৮

বাংলায় চুষীফল, তুম্বীফল ভুল,
মোফ্‌তা পেয়ে চক্র-মধু, তীব্র মাছি-হুল :
অসময়ে ধাতু-ক্ষয়ে, ক্ষয়, মেহ, শূল।
জল-দোষে নানা জ্বরে, বংশটি নির্ম্মূল॥
পাকা ফল সস্তা, তা'ই, ভেস্তা বহু কুল॥

৭৯

বাংলায় স্বর্গ-সিঁড়ি, পাইবার আশে,
মা-বাপ সন্তানে বাঁধে, পরিণয়-পাশে ;
প্রতিমাস-তত্ত্বে বঙ্গে, তত্ত্ব-বোধ নাশে।
গজ্ঞ তবে—বর-ক'নে, আসে যবে বাসে ॥

৮০

ঝুঠাই আদৃত বঙ্গে, পূজিত না সাঁচা,
পাঁচ বুড়ী মিলিলেই, চলে চোপা, পাঁচা ;
ইষ্টনাম ভুলি' বঙ্গে, ঊষা-বুলি—চা-চা।
দায়ে ঠেকে আসে মুখে, চাচা এবে বাঁচা ॥
দায় গেলে বাগে পেলে, দেয় বাঁশ চাঁচা ॥

৮১

খুন, জখম্, মারপিট, বাংলার মাঠে,
উচ্চারণ-দোষ ঘটে, বাংলার পাঠে :
সোণার বাংলা দেশ, চৌপাট চৌপাটে,—
শ্রীপাট, শ্রীগীতা-পাঠ, রেল পাট, পাটে ॥

৮২

বাংলার পাকা ঝুনো, সবমালচাকা,
কর্ত্রী-ইচ্ছা—আত্মীয়ের, পর হ'য়ে থাকা ;
বাবা, কাকা চেয়ে বঙ্গে, সার এবে টাকা।
টাকাই সাকার ব্রহ্ম, অন্য সব ফাঁকা ॥

৮৩

বাংলার বুলী বটে, হয় মিঠে পুলী,
পিঠে শেষে পড়ে তাল, চোখে পড়ে ধূলী
দীপ্ত আঁখি, তবু বঙ্গে, চক্ষু'পরে ঠুলী।
স্থূল যন্ত্র নাড়াচাড়া, মূলযন্ত্র ভুলি' ॥

৮৪

বাংলায় রাগ আছে, নাই অনুরাগ,
বাংলায় দায়ভাগ, নাই মহাভাগ ;
বাংলায় ছাগ-যাগ, নাই শ্রুতি-যাগ।
কাড়ে মাগী বঙ্গে ঘাগ, ছেড়ে' নিজ মাগ ॥
তাগ, বাগ, সোহাগ যা', প্রাণে দেয় দাগ ॥

৮৫

বিদেশীয় পণ্যে ভরা, বঙ্গে প্রতি গেহ,
দেশজাত কোন দ্রব্য, নাহি চায় কেহ :
দেশীমাতাপিতাজাত, এক এই দেহ।
পর-সাজে আনে শেষে, তা'তেও সন্দেহ !

৮৬

অপাক-উদ্গার বঙ্গে, শ্রীশ্রীহরিবোল,
শ্রীপাটে শ্রীমতী-স্তুতি, শ্রীখোলের রোল ;
শ্রী-কোলে বসিয়ে চলে, পাকানো শ্রী-ঝোল
শ্রীফলেই শ্রীভক্তের, শাক্ত সহ গোল !

৮৭

বাংলায় লোণা খাল, পঙ্কিল গভীর,
ঝরে ক্ষীণ প্রস্রবণ, বেগী নদ-নীর ;
বাংলায় মাগ চেয়ে, ঝাঁজ বেশী ঝির।
বাসে ঢাকা পুরুষাঙ্গ, নগ্ন শুধু শির ॥

৮৮

বাংলায় দীনজনে, সত্যধর্ম্ম মানে,
আমীর আমির তত্ত্ব, নাহি শুনে কানে ;
বাংলায় শ্রীধামেই, ভাসে ভক্ত বানে।
বঙ্গে লোক শ্রীঘরেই, সংযম কি জানে ॥

৮৯

খোষামুদে দোস্ত বঙ্গে,—বর্ণচোরা আম,
ভেতরে যা' থাক্, খামে, ঠিক রাখে নাম ;
রামধনু ছাঁচে ঢালা, বাংলার চাম।
নাম-গান এত বেশী, নাই কিছু দাম ॥
প্রতিঘরে উপধর্ম্ম, রচে তা'র ধাম ॥

৯০

হাঁটে যদি ধনী বঙ্গে, মান তা'র খসে,
বাংলায় ধনী-সুত, ইঁচড়েই রসে ;
বাংলায় দশমেই, ক'নে বর-বশে।
পুন্নাম-নরকে ত্রাণ, পায় একাদশে ॥

৯১

পুষ্টবীজে বঙ্গে এবে, নাই কোন গাছ,
কলমের চল এত, নাহি তা'র বাছ !
আগু শুধু দেখে লোকে, না দেখে কি পাছ ;
পচা সড়া বোধ নাই, পেলে গোস্ত, মাছ,
তা'ই গিলে, ফল, ফুল, থাকিতেও কাছ।

৯২

বঙ্গে লোক মত্ত মদে, ফাউ—মদ, ছিটে,
কার্য্য সিদ্ধ না হ'তেই, জয়ডঙ্কা পিটে ;
হাওয়া খেতে, দূরে যেতে, বেচে বাস্তুভিটে।
মাড় গেলে বঙ্গলোক, খায় অন্ন-সিটে ॥

৯৩

বাংলায় অসময়ে, সব কায আগে,
সব কাযে বঙ্গলোক, অসময়ে জাগে ;
রাগিণীতে রাগভ্রষ্ট, অকালের রাগে।
উড়ো বোলে হুড়ো দিয়ে, মুড়ো নিয়ে ভাগে ॥
নাগিনীর ভাব ধরে, বাংলায় মাগে !

৯৪

বঙ্গে কিছু নাই খোঁজা, আছে চক্ষুবোঁজা,
শোনা যা', তা' সোজাভাবে, মাথা মাঝে গোঁজা
লালবাসে বাসে যেবা, আসে, সেই রোজা।
তা'র সনে মেলামেশা, ভাবি' তা'কে খোজা ॥

৯৫

মিত্র পাঠশালা প'ড়ো, বাংলার পোলা,
বাংলার কাঙ্‌লার, রকমারি ঝোলা ;
উচ্চ, নীচ, সকলের, এত বেশী লোলা,
হেথা সেথা খোঁজে, কোথা, চুলো'পরে খোলা ॥

৯৬

পরধনে-পোদ্দারিতে, বাড়ে বঙ্গে সখ,
গাছি-কলে রসাতলে, বাংলার যখ ;
বঙ্গ-প্রেমী-নিদর্শন, লম্বা চুল, নখ।
বঙ্গে টক, মিঠা-বাড়া, ধ্যাতা লুব্ধ বক ॥

৯৭

বঙ্গে বটে বজ্রাটুনি, ফস্‌কা কিন্তু গিরা,
মোচখেগো রোগে কষা, অর্দ্ধাঙ্গের শিরা ;
বঙ্গের ঐশ্বর্য্যবতী, চপলা, অধীরা।
সত্য কবি কামিনীরা, নহে কেহ মিরা ॥
ভেক-ডাকে সংজ্ঞাহীনা, বঙ্গরমণীরা !

৯৮

বাংলায় চেঁড়ী সহ, পাড়াবেড়ানীর,
পাড়াতে বেড়া'তে, দশা—এঁটোকুড়ানীর ;
বঙ্গে বুড়ানীরা চেলী, কুলউড়ানীর।
জামা চেয়ে বেশী বঙ্গে, চা'লউড়ানীর ॥
বাংলায় অত্যাদর, মুখপোড়ানীর !

৯৯

উদারা, মুদারা, তারা, সুরগ্রাম তিন,
কোন কাযে নাই বঙ্গে, তারা-সুর ক্ষীণ ;
ভাবে বঙ্গ নহে ছোট, স্বভাবে সে দীন।
বঙ্গ-স্বর্গে উপসর্গ, নব প্রতিদিন ॥

১০০

বাংলায় নিত্যকর্ম্ম, পরমনতোষা,
শাঁসে লক্ষ্য নাই বড়, মত্ত নিয়ে খোসা ;
বাংলায় সব ঘরে, 'ম্যালো-জীব' পোষা।
বাংলায় বহুরূপী,—রসরক্তচোষা ॥

১০১

বঙ্গে প্রায় সব জাতি, এঁটোপাতচাটা,
অকালে জোয়ার আসে, অকালেই ভাঁটা ;
বাংলায় শ্যামচাঁদ, তিনকুলঘাঁটা।
প্রেমচাঁদ যিনি, তা'র, শক্ত পুচ্ছ-ঘাটা ॥
চন্দনবিলাস বঙ্গে, পোঁটা-চুন্নী-ব্যাটা !

১০২

বাংলায় লোকাচার, ঘুগ্‌নি চানাচুর,
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে, বি-ভেদ প্রচুর ;
গঙ্গার পশ্চিম—কাশী, পূর্ব্ব—চাঁদপুর।
বঙ্গ ত আজবঘর, জু-বাগান ভূর !

১০৩

একভাষাভাষী বঙ্গে, ভাষা-ভাষে ভেদ,
বেশ, ভূষা, খাদ্য নানা, তবু দুঃখ, খেদ ;
বাংলায় মজ্জা কম, বাংলায় মেদ ।
বঙ্গভূমে বহু কীট, জমে বহু ক্লেদ ॥

১০৪

র-ড়, ন-ল, চন্দ্রবিন্দু-বিভ্রাট বাংলায়,
রাঢ় বঙ্গ "ড়"বর্ণের, সঙ্গতি হারায় ;
বালসূর্য্যদীপ্তবঙ্গে, বিন্দু লোপ পায় ।
নকার-ন্যাকামি-রোগ, গঙ্গা-কিনারায় ॥

১০৫

বঙ্গে সদ্-চিদানন্দ, গোলামখানায়,
সাগু খেয়ে কাযে এলে, যশ সদাখ্যায় ;
বুটাঘাতে চিৎপাতে, চিদাখ্যা বাড়ায় ।
বাড়িলে বেতন কিছু, আনন্দ মিলায় ॥

১০৬

কাগজে দেখিতে নাম, বঙ্গে নামে রুচি,
জীবে দয়া,—দয়া ক'রে, জিভে নিলে লুচি ;
বৈষ্ণবসেবন বঙ্গে, যথা অভিরুচি ।
নিয়ে সঙ্গে শ্রীবৈষ্ণবী, আর কুচোকুচি ॥

১০৭

বঙ্গে কন্যা-রত্ন দুলে, অন্ধের গলায়,
কেতু-ভঙ্গ যা'র, সেও, ছাঁদ্‌লা তলায় ;
ত্রিভঙ্গ-ত্রিদোষ পেয়ে, অনেকে ঢলায়।
হইলেও কাঁলাচাদ, লক্ষ্যটি ধলায় ॥

১০৮

ঈশাই, কসাই আর, খ-সাঁই, গো-সাঁই,
যে যেথা থাকুক্ বঙ্গে, সেথায় সে চাঁই ;
জাতীয়তা-লেশ নাই, সর্ব্বদাই খাঁই।
ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, তবু ঝাঁইঝাঁই ॥

১০৯

বঙ্গের বল্লালীকুলে, কুলধর্ম্ম-লোপ,
কুলীন কুলীন—পোপ, ঝোপ বুঝে' কোপ ;
বঙ্গের বিষয়'পরে, শনি-কুজ-কোপ,
বায়ুক্রিয়া, করতালি, বাংলার তোপ।
দোষ, গুণ সব ভাগে, চলে মিথ্যারোপ ॥

১১০

সাজিতে সাহেব মেম, বঙ্গ-লোক-সাধ,
ধোপে নাহি খুলে ছোপ, তা'ই সাধে বাধ ;
তবু বঙ্গে প্রতি সন, ভঙ্গ ধর্ম্ম-বাঁধ।
জড়সেবা-ত্রুটিতেই, যত অপরাধ ॥
উপবীত-ভারে বঙ্গে, ভাঙে যেন কাঁধ !

১১১

বাংলায় বেদগ্রন্থ, র'সো উপন্যাস,
লিখিয়া গোময়-ছড়া, কবি বেদব্যাস ;
বাংলায় বিধানেই, নিত্য বিপর্য্যাস।
মশার প্রসার-হেতু, পচাডোবা-গ্যাস ॥

১১২

বাংলায় পশ্বাচার ঝুঁটা-যুটানিতে,
বীরাচার মাল টেনে,' মাল-পিটানিতে ;
দেবাচার দেবালয়ে, কৌটা-ফুটানিতে।
ঋষ্যাচার শিষ্যাগারে, এটা সেটা নিতে ॥

১১৩

বঙ্গের কু-সংস্কারে, হস্ত পদ ছাঁদা,
মা'র খেয়ে প্রতীকার,—পথে ব'সে কাঁদা ;
বাংলায় সোঁদা থাকা,—হাত ক'রে চাঁদা।
অল্প অর্থ, তবু চাই, বড় কায ফাঁদা ॥
সাদা প্রাণে দিয়ে কাদা, গুণী নামজাদা ॥

১১৪

বঙ্গ-লোক মিথ্যা ভয়ে, ভিটে ছেড়ে' ছুটে,
পৃথিবীর লোক যুটে,' স্বর্ণবঙ্গ লুটে ;
বঙ্গলোক ডাকসেটে, জগতের মুটে ॥
ভিক্ষাপুত্র হ'তে কোথা, খাড়া করপুটে।
পরে যদি দেয় চানা, খায় তাহা খুঁটে' ॥

১২৩

বঙ্গে খুদে গোরা-দাস, নরোত্তম দাস,
গোরার প্রসাদ পেলে, কাছে স্বর্গাবাস ;
গোরা-বুলি মুখে ঝোড়ে,' সর্ব্ববিদ্, ভাস।
গোরা সঙ্গে মিশে মন, ব্রহ্মত্বে উদাস॥
ভাবে—গোরা গৃহে এলে, ছুটে যম-ত্রাস

১২৪

মাত্র সাত প্রজাপতি-মানস-নন্দন,
জানা ছিল এতদিন, বঙ্গে ত এখন,—
তিনটি মানস-কন্যা-মনসা নূতন,
দেখেও দয়াল-গুরু, না ছাড়ে দংশন॥

১২৫

গুরু, চেলা, তস্য চেলা, এই ত্রিপুরুষ,
অবতাররূপে গণ্য, বঙ্গে হেন হুঁস্ :
বঙ্গে কালীভক্ত-ঠাঁই, খায় কালী ঘুষ।
বিবিধ কবচ তা'ই, তুক্ তাক্, ফুস্ !

১২৬

বঙ্গ হ'তে কর্ম্মফলে, যাহারা প্রবাসী,
মায়া-গয়া-বৃন্দাবন-বারাণসীবাসী ;
সে স্থলও বঙ্গ-ভোগী, সন্ন্যাসী ভিক্ষাশী,
দূষিত ক'রেছে পাপে, হেন সত্যনাশী !

১২৭

সব ক্ষেত্রে স্বল্পজ্ঞই, বঙ্গের কানাই,
বিনা ষোড়শোপচার, না দেয় রেহাই ;
সুবিজ্ঞ অভিজ্ঞ যা'রা, দেশের বালাই।
কোনরূপে বাঁচে, দিয়ে, রাজার দোহাই ॥
বঙ্গের বেহাই ঠাঁই, বেহাই-তেহাই ॥

১২৮

এ এক রহস্য বঙ্গে, দৃষ্ট বহুস্থলে,
বাবাজীর ভোগে নিত্য, রাম-নাম-বলে,
রামপাখী, রামদাসা, রামফল চলে ;
চলে আরো রামরস, রসপান-ছলে !

১২৯

যা' কিছু চলিত বঙ্গে, গৌড়ীয় পর্য্যায়,
বেদ-শ্রাদ্ধ-যাগে সব, ইন্ধন-সজ্জায় ;
কোথা কেহ কোপভরে, গায়ের জ্বালায়,
ঋষি-গুরু শ্রাদ্ধ-মন্ত্র, সদর্পে চালায় !

১৩০

বঙ্গের সমাজে নাই, সঙের অভাব,
কালী; কৃষ্ণ-ভাবে এবে, তা'র প্রাদুর্ভাব ;
ছলে যে দেখায় বঙ্গে, বহুরূপী-ভাব,
সে পায় ঠাকুর-নাম, দেবতা-প্রভাব ॥

১৩১

বঙ্গে ত্যাগধর্ম্ম—সত্য, স্বধর্ম্ম-বর্জ্জন,
জ্ঞানধর্ম্ম—মুখভঙ্গি, তর্জ্জন, গর্জ্জন :
ভক্তি-ধর্ম্ম—অঙ্গরাগ, পুতুল-পূজন।
প্রেমধর্ম্ম—পেত্নিপদে, আত্মবিসর্জ্জন ॥

১৩২

বঙ্গে পঞ্জি-প্রতি পত্রে, মহাপুরুষের,
আবির্ভাব-তিরোভাব-উৎসবের জের :
নিত্য তা'ই নব মত, নব ঠাকুরের,
যোড়া থেকে তোড়া দেখে,' গোঁড়া সেবকের !

১৩৩

বাংলায় আট কোটি, লোকেয় বসতি,
নয় কোটি দেবতার, নিত্য পূজারতি :
তা'রোপরে ফাও পীর, ওলা তেজোবতী।
ছোট বড় আরো কত, তাঁদের সন্ততি ॥

১৩৪

ঠাকুর-উপাধি বঙ্গে, এবে ব্রাহ্মণের,
বহুলোক নাহি জানে, তা' যে রাজন্যের ;
রামকৃষ্ণভাবাকৃষ্ট, চিত্ত যাহাদের,
তা'দেরি 'ঠাকুর' বঙ্গে, নহে ভারতের।
সর্ব্বত্রই গুরুনামে, জয় গুরুত্বের !
এ জগতে গুরুত্বেই, সাড়া দেবত্বের !

১৩৫

দেবতাও বঙ্গে খ্যাত, ঠাকুরাভিধায়,
ন্যায্য কার্য্য নহে গ্রাহ্য, ভোজ্য-সুবিধায় ;
চেলার গুরুর গুণ, করিতে আদায়,
হঁচড়ে পাকার দোষে, অকাল-বিদায় ॥

১৩৬

বঙ্গজাত বস্তু যত, পরহস্তগত,
করে তা'রা বেচা-কেনা, তাহা ইচ্ছামত ;
পাতা পেড়ে বঙ্গলোক, আশা করে কত।
যা' পায়, ভেজাল তাহা, তা'ই বুদ্ধি হত ॥

১৩৭

বাঙালী যে পাতে খায়, চোনায় সে পাতে,
কুচুটে বাঙালী-মন, অল্প তাতে তাতে ;
আরো লোভ ছিটা ফোঁটা, থাকে যদি তা'তে,
না চায় অন্যের মুখ, সব চায় হাতে।
সে দিকে না বঙ্গ-লক্ষ্য, স্বার্থ কম যা'তে ॥

১৩৮

বাংলায় অতিভোগে, আসে ত্বরা জরা,
অঙ্গ-প্রতিরোমকূপ, স্বার্থবিষে ভরা ;
ধন হ'লে বঙ্গে লোক, ধরা দেখে সরা।
কার্য্যসিদ্ধিহেতু-ছলে, সাজে কেঁড়েধরা ॥

১৩৯

কখন না রহে খালি, বাংলায় কারা,
রোগী, ভোগী, যোগী, ত্যাগী, কেহ নয় খারা ;
বাংলায় বিপরীত, সর্ব্বকর্ম্ম-ধারা।
বঙ্গের মন্ত্রণা-ভেদ, কাঁচা পারা পারা ॥

১৪০

সিদ্ধযন্ত্র, কেশতেল, রতিবৃদ্ধি-বটী,
বঙ্গের সংবাদ পত্রে, বিজ্ঞপ্তি এ ক'টি ;
পূত খাদ্য ভেজালেই, বাঁধে লোকে কটি।
সব রক্ত চুযে খায়, বঙ্গে নট, নটী ॥
পাঁচ-ফুল-সাজি-বঙ্গে, তাজা না একটি ॥

১৪১

বঙ্গে তাহা হয় তাল, থাকে যাহা তিল,
কোন কাযে কা'রো সনে, নাহি কা'রো মিল ;
কিল খেয়ে কিলচুরী, পুরু হেন দিল।
বিচার করিলে শীল, ভাল কৃষ্ণ শীল ॥

১৪২

কুত্তা সম বড় কর্ত্তা, দপ্তুরে গোলাম,
বঙ্গের মন্দির-দ্বারে, বাজায় সেলাম ;
বিট যেবা, ঝাড়ে কিছু, বচন গোলাম।
বঙ্গে যে দেবত্র-যোত্র, তা'রও নীলাম !

১৪৩

আসিলেও পট্টরাণী, বঙ্গে দেবপাটে,
ধাতুক্ষয়-ভয়ে, কোন, ধাতু নাহি ঘাঁটে ;
একপাই দিয়ে কেহ, হাতে মাথা কাটে।
ফাটে কা'রো হৃদি, দিতে, কানা কড়ি টাটে
মৌফত প্রসাদ-কথা, চলে কিন্তু সাটে !

১৪৪

বঙ্গের পুলীস হয়, কুলীশ ভীষণ,
'বখিলের পেটে কীল,' উকিল এমন ;
টৌর্ণি বা এটর্ণি ভাবে,—'তোর নি কখন'।
'কর সদা পরেশান,' এ কর্পোরেশন !
'ডাক তা'র,' যে ডাক্তার, হেসে শোষে ধন

১৪৫

বাংলায় নব্য ভক্ত, ওয়াকৃথু-সংজ্ঞায়,
For রণ্ডা, ফ্রেণ্ড রুণ্ড, ফেরে অণ্ডপ্রায় :
যজমান, জজ-মান, না পেলে শাসায়,
গুরু যে, হ'লেও গুরু, চরে গোশালায় ॥
যাজক যে জোঁক সম, যথ-রক্ত খায়।
'কেয়ার নি,' ব'লে প্রভু, ক্যারানী ভিড়ায় ॥

১৪৬

বঙ্গে ত ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ, টঙ্কা এলে ট্যাঁকে,
কত সাধু কত সাজে, ধোপে নাহি ট্যাঁকে,
ভ্রমবশে কেহ যদি, কোথা ঠকে ঠ্যাকে,
দেখালেও দোষ তা'র, স্ব-দোষ না দ্যাখে॥
বঙ্গে জেঁকো-ডাকহাঁকে, সোজা যা' তা' বাঁকে!

১৪৭

পেটফাঁপাব্যাধি বেশী, বঙ্গের অন্দরে,
বঙ্গলক্ষ্মী খায় লাথি, বঙ্গের বন্দরে;
পণ-দরে নহে কিছু, সব মণ-দরে।
বাজারে কাটে সে মাল, হন্দরে হন্দরে।
কন্দরেও বঙ্গ ত্রস্ত, কামনা-কন্দরে॥

১৪৮

না বুঝিয়া প্রতিকাযে, বঙ্গ আগে ঝাঁপে,
হালে পানী না পাইয়ে, ভয়ে শেষে কাঁপে;
বাংলার মাটি ফাটে, মরুবাসী-হাঁপে।
দেশী, মরে উপবাসে, খেয়ে তা'রা ফাঁপে॥
কা'রো মার্গে বাঁশ, কেহ, গণে ফাঁপে ফাঁপে!

১৪৯

নানা হিংস্রজীবপূর্ণ, গোটা বঙ্গদেশ,
হিংসাবশে কা'রো প্রাণে, নাই শান্তি-লেশ;
খাড়া, টেড়া, কোঁকড়ান, রকমারি কেশ,
রকমারি সাজ কায, বুলি, বাক্য-ঠেস।
বঙ্গভূমি—রঙ্গভূমি, ফলে পঞ্চ ক্লেশ!

১৫০

বঙ্গে ভক্তি-পরাকাষ্ঠা, গোঁড়ছোঁয়া, গড়,
গড় ব'লে জানে লোকে, গড়—টিটাগড় ;
ফক্কড়ের জিহ্বা-গাড়ী, চলে গড় গড় ।
দেখে বসি' বঙ্গ-লোক, রগড়ে রগড় !

১৫১

পিতৃ-যোত্র হাতে এলে, বঙ্গে লোক জড়,
চালে খড় নাহি থাকে, হেন ভীম ঝড়,
মাথা কিছু স্যাঁতা বটে, শুষ্ক কিন্তু ধড় ।
কাম-নামে তা'ই ঘামে, করে ধড়ফড় !

১৫২

সন্ধ্যাতে না ত্যজ্য বঙ্গে, দন্তী ক্রান্তি, কড়া,
কড়া কড়া মাংস ঘেঁটে, হাতে শক্ত কড়া ।
জুড়ে যুড়ে বাংলায়, রংদার ছড়া ।
বিধাতার অপরূপ ছাঁচে বঙ্গ গড়া !
বঙ্গে তাজা ফল ত্বরা, দৃষ্ট হয় সড়া ।

১৫৩

কৌমারেই মায়া-টোলে, বঙ্গে হাতে খড়ি,
কড়ি-নাম সস্তা, ঘরে, নাই কাণা কড়ি ;
বঙ্গে নব্য—সভ্য, ভব্য, পোস্তদার বড়ি !
তড়িঘড়ি চা'ল আগে, অন্তে কড়াক্কড়ি ॥

১৫৪

গোলদার চেয়ে বঙ্গে, গলাকাটা ফ’ড়ে,
বুড়ো রাজা, মন্ত্রী চেয়ে, কিস্তীবাজ ব’ড়ে ;
চণ্ডী-পূজা শুষ্ক ফুলে, রাণ্ডা-গলে গ’ড়ে।
লড়িয়ার বা’ড় অতি, গুপ্তভাবে ল’ড়ে !
ভদ্র যা’রা ভয়ে সারা, থাকে রঙে চ’ড়ে ॥

১৫৫

আচার্য্যের মান তুড়ে, বাংলার প’ড়ো,
প্রতি গ্রামে যুবা যূনী, যেন কাক ঝ’ড়ো :
বঙ্গে প্রতি গণ্ডগ্রামে, বহু বাড়ী প’ড়ো।
বঙ্গে মুড়ো সচেতন, ধড় যেন জ’ড়ো ॥

১৫৬

বঙ্গে সুখ সাড়াতেই, বাজে দম্ভ কাড়া,
অত্যধিক বরষায়, লোক ভিটেছাড়া ;
কবি-উক্তি—বৃন্দাবন, বাংলার জাড়া।
অনেকে মাগের তাঁবে, খেয়ে মুখনাড়া ॥
পরমুখে খেয়ে ঝাল, বঙ্গে কথা পাড়া ॥

১৫৭

বাবুনীর বাস বঙ্গে, গজপেড়ে সাড়ী,
বাবু চায় ছড়ি, ঘড়ি, রাঁড়ী, বাড়ী, গাড়ী ;
ব্রাহ্মণের নাই শিখা, লম্বা সিকেদাড়ী।
যন্ত্র নেড়ে শাস্ত্র ধেড়ে, তেড়ে ধরে ধাড়ী !

১৫৮

বঙ্গে পাল্লা শক্ত ভারি, লজগ'জে ডাঁড়ী,
হয় পাকা শ্বেতখানা, ঢেলে' ধন-কাঁড়ি ;
ডোম, হাড়ি নাড়ে বঙ্গে, বঙ্গরাঁড়ী-হাঁড়ী।
বঙ্গের গঙ্গায় শুধু, বাণ ষাঁড়াষাড়ী !

১৫৯

অকাযে অকালে বঙ্গে, ঘূণ ধরে হাড়ে,
পেতিনীর ঝাড়ুতেই, ভূতে 'উপ' ছাড়ে ;
বারভূত চাপে বঙ্গে, রোজগেরে-ঘাড়ে।
গোলে ফেলে 'মা-ভৈ' এই, উড়ো বোল ঝাড়ে !

১৬০

বাংলায় পোষা ষাঁড়ে, প্রভু-পেট ফাঁড়ে,
দাঁড়কাক মাগে স্থান, কাকাতুয়া-দাঁড়ে ;
বাংলার পাঁড়ে গায়, ভবানী মা, ভাঁড়ে।
ঘাড় ভাঙে কীল, চড়ে, দোবে, চোবে, পাঁড়ে !
বাস্তু-যাগ-ফল নাশে, সিদ্ধপীঠ-রাঁড়ে ॥

১৬১

শৈশবেই চলে বঙ্গে, গান, পান, বিড়ি,
শৈশবেই ভুগে লোকে, পাপ-কাযে ভিড়ি' ;
গুণ্ডা শুণ্ডা নহে ঠাণ্ডা, বিনা পীড়াপীড়ি।
বাংলায় ক্রিমি-রোগে, দন্ত কিড়িমিড়ি !

১৬২

বাংলায় সব কাযে, লেগে আছে উড়,
সব কাযে সকলের, মন উড়ুউড়ু,
বঙ্গের প্লাবনে, বহু গ্রাম বুড়ুবুড়ু।
দিন রা'ত পরামর্শে, মিথ্যা সুড়ু বুড়ু!
বঙ্গভাষা চাপা বঙ্গে, ধ্বনি রুড়ু রুড়ু!!

১৬৩

শতকরা দুইজন, বঙ্গে বুড়ো, বুড়ী,
ছোঁড়া-ছুঁড়ী, নেড়িগেঁড়ি, প্রায় পাঁচকুড়ি;
পতি-পুত্রহীনা কন্যা, বঙ্গে গৃহ-শুঁড়ি।
বাংলায় ফোটা চেয়ে, গন্ধে ভরা কুঁড়ি!
থুড়ি' জীবে বঙ্গলোক, মুখে বলে 'থুড়ি'!!

১৬৪

মণ্ডা ছেড়ে খায় বঙ্গে, আণ্ডা, মুড়্কি, মুড়ি,
চাহে সর্ব্ব কর্ম্মে সিদ্ধি, ব'সে মেরে তুড়ি;
সার কথা নাহি কোথা, বাজে সাত বুড়ী।
বুড়া, বুড়ী ঘরে, তবু, নিত্য হুড়োহুড়ি॥
চাতুরী ফলায় বঙ্গ, নিয়ে খুনসুড়ী!!
ডুবে বঙ্গ খায় জল, মরে অন্তে বুড়ি'!

১৬

বাইজীর সাজে সাজে, বাংলায় ছুঁড়ী,
মঞ্চে বসি' মালদার, বাংলায় শুঁড়ী;
ধনাঢ্যের সুলক্ষণ, ঢুণ্ডি সম ভুঁড়ী!
বঙ্গ যেন বসুধার, লাটা'য়ের ঘুঁড়ী।

১৬৬

বঙ্গে বৃদ্ধ পিতামাতা, সন্তানের বেড়ী,
প্রভু চেয়ে চলে বেড়ে, যত চেড়, চেড়ী ;
বাংলায় মিলে ডা'লে, খোসা, মূষা-নেড়ি।
ঘোড়াকে বানায় ভেড়া, কামরূপা ভেড়ী !
তিল তৈল তুচ্ছ বঙ্গে, ব্যবহার্য্য রেড়ী।

১৬৭

বঙ্গে টেড়া নেড়ানেড়া, সারা দেশ বেড়ে,'
পাজির দুই পা ঝাড়া, মো-সাহেব ভেড়ে ;
বঙ্গে লোক কথা পেড়ে, নাহি কাসে ঝেড়ে !
রাখে বঙ্গ ভাত বেড়ে, অন্যে খায় কেড়ে !
বঙ্গে লোক পড়ে ত্বরা, অতি লোভে বেড়ে' ॥

১৬৮

গোচরে না, পাড়াতেই, চরে বঙ্গে এঁড়ে,
সর্ব্বদাই দুধে ভরা, ঘোষজার কেঁড়ে ;
দেঁড়ে হ'তে চাহে বঙ্গ, হইয়াও বেঁড়ে।
ইতর কি ভদ্র সব, বঙ্গে একাষেঁড়ে।
যেখানেই চোরা বিল, তথা নাগ-হেঁড়ে !!

১৬৯

বঙ্গে যত অজগোঁড়, তত ভূঁইফোঁড়,
কোঁড় না গজা'তে ঠিক, ঢুঁড়ে কোথা ধোঁড় ;
নদ, হ্রদ চেয়ে বঙ্গে, কাটা খালে তোড়।
গোঁড় ধরা, পিছু সরা, যথা বক্র মোড় !

১৭৭

বৃথা তর্ক বই বঙ্গে, নাই চোখে ঘুম,
ভাত না হজম হয়, বিনা রুম্‌-ঝুম্‌ ;
বাংলায় সেই সৎ, যত দোষী তুম্‌।
কোনকালে নহে শূন্য, অন্দরের ধূম !
বঙ্গে ওঁম্‌ নাম মাত্র, হোম, জপে হুম্‌।
নাচ-গানে মত্ত লোক, ধর্ম্ম নামে গুম !

১৭৮

বাংলার দক্ষিণেই নামজাদা বাদা,
বনবল্লীভরা পল্লী, পথে পচা কাদা ;
মাঠ ছেড়ে বঙ্গে দেখি, দীঘি-পাড়ে নাদা।
মূলসূত্রে ধনী পুত্র, বোকা, উদোমাদা !
চতুর ত চাটুকর, বাবুভায়া হাঁদা ॥

১৭৯

ধারে হাতী কিনে বঙ্গ, পেয়ে কাছে আগা,
বাংলার সার ধর্ম্ম, ধর্ম্মী-পোঁদে লাগা :
বঙ্গের গো-স্বামীদল, যেন ষণ্ড দাগা।
না ডাকিতে বাড়া ভাতে, বসে বগা, কাগা !
জীবিকার সদুপায়, পরদ্বারে মাগা ॥

১৮০

জাতিগত বৃত্তি-দ্বেষ, বঙ্গে অহরহঃ,
গয়লা বলিলে গোপ, বলে 'চোপ রহ' ;
স্নান-যোগে ভিড়ে লোকে, আণ্ডা, বাচ্চা সহ।
ঠাট্টা করে, যদি কভু, হিত কথা কহ ॥
পরমুখাপেক্ষী বঙ্গ, নহে ঘাতসহ !

১৮১

ধরম, করম বঙ্গে, সকলি লৌকিক,
নহে ভাব আন্তরিক, কেবল মৌখিক,
বাংলার আড্ডাতেই, সুফল যৌগিক !
ইষ্টারণ, কেল্‌নারে, ভোগ ঔদরিক !!

১৮২

ভোজন সময়ে বঙ্গে, পাত্র-চারিধারে,
যে প্রকার আঁস্তাকুড়, ধাপা তাহে হারে !
চেয়ে নিয়ে পাতে ভক্ষ্য, ঠেলে পিণ্ডাকারে।
তবু তা'য় রকমারি, মাগি' পরদ্বারে !

১৮৩

পরপূজা চলে বঙ্গে, ষোড়শোপচারে,
আত্মপূজা শুধু জল, কিম্বা অনাহারে !
দশবিধ সংস্কারে, অতি ব্যয়-ভারে,
পরবশে এসে বঙ্গ, যায় ছারেখারে !

১৮৪

বঙ্গে তুচ্ছ করমেও, বাধে খটপট,
মিত্রতায় স্ব-ঘরেই, নানা লটঘট !
বঙ্গে লোকে মেয়ে-বিয়ে, দিয়ে চটপট,
মীন সম ঋণ-জালে, করে ছট্‌ফট্‌ !
আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞ ত্যজে, পূজে ঘট, পট !

১৮৫

সুবর্ণ-সংসারে বঙ্গে, সুবর্ণের ছটা,
উড়ে এসে যুড়ে বসে, দেখি' সব পটা ;
সিদ্ধপীঠে ডঙ্কা পিটে, 'ম'-দোষ যে ক'টা
ডাকসেটে ভোগ-পীঠে, অন্নযজ্ঞ-ঘটা ॥

১৮৬

একাদশ গ্রহ বঙ্গে, গ্রহ নয় ন'টী,
সমভাবে সর্ব্বহৃদে, জাগে রিপু ছ'টী ;
মুক্তাভস্ম-নামে, কাটে, গাত্র-মল-খটি ।
বুট নাহি সুট করে, বঙ্গ চায় চটি ॥

১৮৭

কটু উক্তি কটু বঙ্গে, কটু নয় কটু,
বঙ্গদেশে সর্ব্বনেশে, অযাচিত চটু ;
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নামে ঘর্ম্ম, লোক নর্ম্মপটু ।
বঙ্গে সব মাতব্বর, ছটু, বটু, সটু ॥

১৮৮

অসহিষ্ণু বঙ্গ হেন, ফোড়নেই চটে,
সু-বুদ্ধি না, দুষ্ট বুদ্ধি, বঙ্গে প্রতি ঘটে ;
ভয়ে ভয়ে বাস বঙ্গে, নদ-নদী-তটে !
তুচ্ছ, হেয় কথা, কায, বড়ভাবে রটে !

১৮৯

বঙ্গে অতি পূর্ব্ব-ভাষা, অতি কটোমটো,
চাহে অতি পূর্ব্ব-লোকে, দ্বন্দ্ব, ভজকটো !
'খাও, দাও, লুটো মজা,' বঙ্গে এই 'মটো' ।
বঙ্গে প্রায় পূজা-ঘরে, শ্রীমতীর ফটো !

১৯০

পর-যোত্র পেলে বঙ্গ, সাজে বড়লাট,
বড়রূপ ডাকখানা, বাংলার ঘাট !
বিষবাষ্প-উৎপাদক, বাংলার পাট !
পচা, ঘুষোচিংড়ীভরা, বাংলার হাট !
বিশ্বঠাঁই ধার করা, বাংলার ঠাট !

১৯১

বঙ্গের রেঁড়েল হয়, নাক-কাণ-কাটা,
জমিদার, পাটোয়ার, করে শুধু টা-টা !
বাংলায় মোক্ষদাতা, বার্ড, বামা, টাটা।
আধুলী তুলিলে, ট্যাঁকে, ভূমে নয় পা-টা ॥
পরপোষ্য হ'য়ে বঙ্গে, পর-অন্ন সাঁটা !

১৯২

বঙ্গে শুধু গর্জ্জনেই, কর্ণ-ফাটাফাটি,
মতলব বর্জ্জনেই, চলে কাটাকাটি ;
সেখানেই লাঠালাঠি, যথা চাটাচাটি।
খুঁটিনাটি বাধিলেই, সুরু বাঁটাবাঁটি !

১৯৩

অধিকাংশ বঙ্গলোক, ভালবাসে চাটু,
বাংলার উঠানেই, জল একহাঁটু ;
বঙ্গের দপ্তুরে বাবু, ভাড়াগাড়ী-টাটু !
দেশ-কাযে জগন্নাথ, পর-কাযে পাটু !

১৯৪

টাটে আছে, ভাবে বঙ্গ, উঠে' কাষ্ঠ-খাটে,
মামলা-রুজু, ফয়সালা, সব স্নান-ঘাটে !
বিনা নিন্দা-মুখশুদ্ধি, বঙ্গে বুক ফাটে !
যুক্তি আঁটে বঙ্গলোক, হাটে কিংবা বাটে !

১৯৫

বঙ্গে যদি কোন কাযে, ধর্ম্ম রেখে খাটো,
এই তা'র পুরস্কার,—'খালি থালা চাটো' !
কেহ যদি বড় ঘরে, লোক-শীল ঘাঁটো,
দেখিবে তা'রা না ছোট, যা'রা ছোট খাটো !

১৯৬

ধনবান ভোগী বঙ্গে, হয় যোনি-কীট,
বঙ্গের প্রেমিককুলে, উন্মাদের ছিট।
বঙ্গে বাবু-কোঁচা, কাছা, দীর্ঘ ছয় ফিট!
লোণা-দোষে বাংলায়, নষ্ট ত্বরা ইট।
রকমারি পীঠ বঙ্গে, রকমারি বিট!

১৯৭

বাংলায় ধান্যমাঝে, অত্যধিক চিটা,
বাংলায় শুদ্ধ সব, দিলে জল-ছিটা;
কালকূট সম বঙ্গে, তেল, দুধ, ঘি-টা।
ডাক্তারের ফি-টা দিতে, উড়ে যায় ভিটা
আলটপ্‌কা পেলে ধন, বাড়ে নবাবিটা!
সার ভাগ ফেলে' বঙ্গ, খায় বস্তু-সিটা!

১৯৮

বাংলায় শিশু প্রায়, ক্লিষ্ট ক্রিমি-কীটে,
বঙ্গে নামী জমিদার, নিঃস্ব প্রজা পিটে;
পিঠে চাপ, তবু বঙ্গ, খেতে চায় পিটে।
বঙ্গের বিষয়-গোল, কখন না মিটে!
লোকের মেজাজ বঙ্গে, বড়ই খিট্‌খিটে!

১৯৯

গিরি-কূট চেয়ে গূঢ়, বঙ্গে ভাব-কূট,
আছেই ত ঘুটমুট, নিয়ে ঝুটমুট !
হ'তে নাহি জানে বঙ্গ, কভু একঘুট।
কুড়েমিটা বাংলার, অধঃপাত-রুট।

২০০

বঙ্গে এবে নিত্য খাদ্য, বার্লি, এরারুট,
হর্‌লিক ফুড, সাগু, মেলিন্স বিস্কুট ;
চা-তে চাই স্যাকারিন, দুধ টিন-পুট।
ওটমিল, ফ্রুটসাল্ট, রুচিকর ফ্রুট !

২০১

বঙ্গে নব কুরুক্ষেত্র, একঠাঁই যুটা
দাঁড়ায় সিদ্ধান্ত সার, শুনি' বাত দু'টা।
বাংলায় শিল্পকায, তরকারি-কুটা।
কুঁদিয়ে 'কু' দিয়ে ফিরে, দ্বারে দ্বারে কু-টা !

২০২

সস্তা ফাঁসি-কল হয়, বাংলার চুটি,
পেতিনীর নাচঘর, উদ্যানের কুটী !
বাংলায় ভিত চেয়ে, পোক্ত গৃহ-খুঁটি।
করে বঙ্গ মোলায়েম, জল দিয়ে রুটি !

২০৩

যে কার্য্যই হো'ক্ বঙ্গে, করে তাহা চুটে',
পরিণামে পরিতাপে, নেশা যায় ছুটে ;
বঙ্গে জাতি-নির্ব্বিশেষে, স্বভাব হিংসুটে !
পোষ্যপুত্র—পরগাছা, বিদ্‌ঘুটে, কু-চুটে !

২০৪

একাধিক গৃহলক্ষ্মী, তবু বঙ্গে ছুটো !
থাকিতেও কর বঙ্গে, বড়লোক ঠুঁটো !
নারীর ঊর্দ্ধাঙ্গে বঙ্গে, এককুড়ি ফুটো !
এক মুঠো দেখিলেই, খুলে বঙ্গ মুটো !

২০৫

কিছুতেই বঙ্গে কা'রো, নাহি পূরে পেট,
সদ্‌গুরুর সঙ্গে বঙ্গে, নাহি হয় ভেঁট !
বাড়িলে আর না কমে, বঙ্গে বস্ত্র-রেট।
দোষেও না বঙ্গ কোথা, করে মাথা হেঁট

২০৬

মাতাপিতা-সঙ্গ ছাড়ে, বঙ্গে কৃতীবেটা,
তা'তেই উঠায় বিষ, ধরে বঙ্গ যেটা !
নির্দ্দিষ্ট না, নাড়ে বঙ্গ, এটা-ওটা-সেটা।
গাঁয়ের মোড়ল বঙ্গে, যেবা নাদাপেটা !

২০৭

সেইটিই করে বঙ্গ, অশাস্ত্রীয় যে-টি,
আত্মজন পর বঙ্গে, পর নেটিপেটি ;
কেটি চেয়ে মরে খাটি,' ঘরে পোষা বেটি।
ছেলে-মাথা খায় মাসী, পিসী, দাদী জেঠী !

২০৮

বাংলায় আয়ু ঘাটে, বেণে-তাঁবে খেটে,'
গাড়ী তরে খেয়ে ছুটে,' ফিঁক ধরে পেটে !
পাইলে গচ্ছিত ধন, দেখে লোকে চেটে।
ত্রিমণ যে বপুখানি, তা'ও কাঁচা মেটে !
বাংলায় বিধবার, শুদ্ধ বাস কেটে।

২০৯

বঙ্গবাই-শক্ত বাই, ছোঁয়াচে বা এঁটো,
বাংলার মহাজন, মহাজন পেটো !
বাংলায় ঘাটে বাটে, ফিরে জোঁক পেটো।
যত রদ্দি, সেটো মাল, দরে বেচে হেটো ॥
অখাদ্যের পূতি-গন্ধে ভরা হস্ত-চেটো !

২১০

বঙ্গে রূপি-বিনিময়ে, চায় লোকে নোট,
পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে, দলাদলি-ঘোঁট ;
মাগ'পরে যত রাগ, যত কিছু চোট।
অতিরোষে, মেজে ব'সে, বাহুর আস্ফোট !

২১১

বাংলায় সার্ট সম, চল্‌তি নয় কোট,
দেখাইতে বস্ত্রোপরে, পরে নারী গোট !
চতুর ফতুর বঙ্গে, নিতে লোক-ভোট।
গাড়ীতে না ধরে বঙ্গে, বাবুযাত্রী-মোট !
ভীত, তবু চাহে বঙ্গ, হ'তে সবলোট।

২১২

বঙ্গের জিঞ্জির পাকা, নড়ব'ড়ে খোঁটা,
ভালদিকে নাহি ধায়, বাংলার গোঁ-টা !
বঙ্গে কাঁচা গুঞ্জাফল—নালিকাস্ত্র-টোটা !
বাংলায় ফল মোটা, সরু কিন্তু বোঁটা !
মোটা চা'ল না খেয়েও, বঙ্গে চা'ল মোটা !

২১৩

বঙ্গে গৃহছিদ্র-কথা, বাস করে ঠোঁটে,
চিত্রগুপ্ত-কার্য্যালয়, বঙ্গে হাইকোর্টে !
বাংলার মাটি ফাটে, অতিসতী-চোটে !
বয়সেও বঙ্গের না, প্রজ্ঞাচক্ষু ফোটে !
ঢাক পিটে ছুটে লোকে, পুষ্পোৎসব-ঘোঁটে !

২১৪

টেড়ী-ভঙ্গ-ভয়ে বঙ্গে, উষ্ণীষ না শিরে,
গা'র ঝাল মিটাইতে, ভাগ চুল চিরে ;
শ্রীমান্ হ'লেই, তাঁ'কে, মোসাহেবে ঘিরে।
বাংলায় হিন্দু-ঠাঁই, সিন্নী খায় পীরে।

২১৫

চুপে-ছিপে বোমাবাজী, করে বঙ্গ-নীরে,
গলাবাজী, চিঠিবাজী, চলে ধীরে ধীরে ;
শাস্ত্রীপুত্রদাপে, বাপে, ভাসে বঙ্গে নীরে,
মায়ারাণী আনি-পদে, লুটে বঙ্গ-হীরে !
উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বঙ্গ, সব দিকে ফিরে ।

২১৬

বাংলায় রুচি হেন, ডিম, মাংস, মীনে,
মুখে নাহি উঠে ভাত, তা'র ঘ্রাণ বিনে ;
বিধবাকে বঙ্গ যেন, রাখিয়াছে কিনে ।
না পায় রেহাই তা'রা, একাদশী দিনে !
নিরম্বু উপোষ তবু, রঘুমতাধীনে ॥

২১৭

ফুটবলখেলা বঙ্গে, নিত্য মাঠে ঠাটে,
জুয়া, সট্টা চলে বেশ, সেয়ারের হাটে ;
পৈতা-যাগ-দণ্ড-ত্যাগ, সন্ত কালীঘাটে ।
সব জাতি পৈতা তরে, ব্রাহ্মণকে ডাঁটে ।
বঙ্গে জার-কাম-বেগ, জীবনে না ঘাটে !

২১৮

বঙ্গে লোণা কাটাখাল, সহজেই খসে,
বঙ্গলোকে ছোট শিলে, বড় লোড়া ঘসে !
বঙ্গে সুখ-শাখী শাখে, সব পাখী বসে।
অধমর্ণ-ভিটে বঙ্গে, উত্তমর্ণে চষে।
আইনের প্যাঁচে রাজা, প্রজা-দিল কষে !

২১৯

আর্সুলার ডিপো বঙ্গে, হর্ম্মে্য, চতুঃশালে,
বর্ষায় শোঁপোকা, কেন্না, বিরাজে দেয়ালে ;
বিবিধ পিপীড়া বঙ্গে, মিষ্টান্নের থালে।
না চেঁচা'তে পেচা ভোরে, পান পূরে গালে !
এককালে, বঙ্গলোক, ফাঁসে নানা তালে !

২২০

তেলাপোকা-নাদি বঙ্গে, থাকে গুড়ে, চা'লে,
সাক্ষাতে আর্য্যের ভাব, ম্লেচ্ছ অন্তরালে !
দিবসে প্রাঙ্গণে বঙ্গে, ফুকারে শৃগালে।
নাই বঙ্গে মালে দৃষ্টি, দৃষ্টি শুধু ছালে।
দোষী সে কৌমারে, যেবা : সত্য-ধর্ম্ম পালে।

২২১

সব কাযে বঙ্গ আগে, তেজে কটি বাঁধে,
কায ছেড়ে ভয়ে ভাগে, গোল যদি বাধে !
বাংলায় ভিক্ষা তরে, মুখে 'জয় রাধে' ;
এই সাধ সদা পোষে, কিসে লোকে সাধে।

২২২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বঙ্গে, গেছে রসাতলে,
"বন-ফোঁড় বাহে গুরু," পূজ্য বহুস্থলে।
বুজরুগ দেখে লোকে, ভিড়ে তা'র দলে।
ব্রহ্মবিদ্-নাম শুনে, রোষাগুনে জ্বলে।

২২৩

বাংলার গুরু চাহে, বাণারসী চেলী,
বাণারসী গুরু-আশ, করে বঙ্গে কেলি:
বাণারসী-চেলীগুরু, লাজ ভয় ঠেলি,'
বাণারসী চেলা তরে, বসে জাল ফেলি'।

২২৪

বঙ্গে বহু চেলা. চেলী, যে গুরুর পিছে,
হ'লেও সে শিব, তা'কে, দূষে লোকে মিছে:
এমন কি ভক্ত মাঝে, কত হেন বিছে,
গুরুসেবী-ভক্ত-প্রাণে, হুলটি বিঁধিছে।
সঙ্গে সঙ্গে গুরু-প্রাণ, বাদ না পড়িছে॥

২২৫

আবার যে সব ভক্ত গুরুর কৃপায়,
দেখায় ভকতি, শ্রদ্ধা, গুরুর পূজায়,
যথাশক্তি অর্থব্যয়ে, আহার যোগায়,
গুরুগৃহে থাকে যদি, কেহবা সেবায়.
অন্য ভক্ত-অঙ্গ জ্বলে, দেখি' তা' ঈর্ষায়।
গুরুও সে ভক্ত সহ, কলঙ্ক কুড়ায়॥

২২৬

গুরুস্নেহ পায় যদি, কেহ যোগ্যতায়,
তারোপরে গুরু যদি, সুখ্যাতি রটায়,
পড়ে তাহে বাজ, ঈর্ষা, ভক্তের মাথায় ;
গুরুও লাঞ্ছিত সদা, বিবিধ খোঁটায়।
ভক্ত হেতু গুরু নিত্য, নব ভাবনায় !

২২৭

গুরুভাই, ভগ্নি মাঝে, গুরুসেবা-জোরে,
যদি কেহ লভে জ্ঞান, নাহি ঘুরে ঘোরে,
স্তুতি ছেড়ে লোকে তা'কে, বাঁধে নিন্দা-ডোরে ;
আর ত টাঁকাই দায়,—গেলে ভক্ত দোরে !

২২৮

যে গুরু অপটু মিছা, শিষ্যকে বাড়া'তে,
ঘরে খেয়ে বনে মোষ, না পারে তাড়া'তে,
সে গুরু অশক্ত বঙ্গে, গুরুত্বে দাঁড়া'তে ;
সেই গুরু, শিখেছে যে, সত্যকে ভাঁড়া'তে।

২২৯

বাংলায় গুরুগিরি, অন্ন-সমস্যায়,—
অজ্ঞ থাকি' বিজ্ঞসাজা, মান-প্রতিষ্ঠায় ;
বাংলায় গুরুগিরি, করমকুণ্ঠায়,
কাটে দিন সদ্‌গুরুর, দৈন্য উৎকণ্ঠায়

২৩০

গুরুশিষ্যমাঝে বঙ্গে, অসঙ্গত দ্বন্দ্ব,
অভিমান-দম্ভ-দোষে, শিষ্যভাগ্য মন্দ !
গুরুও ধরেন বটে, নাম ব্রহ্মানন্দ,
কাযে কিন্তু কাম-ছন্দে, হৃদে নিরানন্দ !

২৩১

অন্যদেশী গুরু-স্থান, বঙ্গে বেশী যত,
নাই বঙ্গ-গুরু-স্থান, অন্য দেশে তত ;
অন্য দেশে একমতে, লোক ধর্ম্মরত,
বঙ্গে নানা উপমতে, ভক্ত প্রাণে ক্ষত।
গুরুচাকা সাতঘেটে, বঙ্গে শত শত ॥

২৩২

কবে বঙ্গে পিতামহ, সিদ্ধ ঘৃতপানে,
ভাঁড় চেটে নাতি তা'র, স্ফীত অভিমানে
অতীতের উপকথা, বঙ্গ, সত্য মানে,
দেয় বঙ্গ বিনা দোষে, মই পাকাধানে।
কীল খেয়ে বঙ্গলোকে, বুকে বজ্র হানে ॥

২৩৩

ভ্রাতৃদ্বেষী বঙ্গ, নহে, বিদেশী-বিদ্বেষী,
দেশীভাই চেয়ে তা'রা, লুটে অতিবেশী ;
তবু বঙ্গ তাহাদের, কাছে বসে ঘেঁসি,'
প্রতিবেশী-ছিদ্রান্বেষী, বঙ্গে প্রতিবেশী।

২৩৪

বঙ্গে লোক জড়বাদী, গোঁড়া পৌত্তলিক,
মৌলিক ধরমদ্বেষী, খেয়ালী কৌলিক ;
বঙ্গের মৌখিক শুধু, জ্ঞান ভৌগলিক,
গোলযোগ-যোগ-যোগ, বঙ্গে অলৌকিক !

২৩৫

দেবালয়ে বঙ্গে এবে, সেলামী প্রণাম,
রক্তশালি হ'তে প্রিয়, তণ্ডুল বালাম ;
গোলাবাড়ী লুপ্ত হ'য়ে, পাটের গুদাম,
মাংসহীন দেহে শোভে, কঙ্কাল কাঠাম !
বিনা কর্ম্ম চাহে বঙ্গ, অকর্ম্মে আরাম।

২৩৬

নাটুকে ঢঙের কথা, ছাঁদে বঙ্গবালা,
বারমাস দুঃখোচ্ছ্বাস, নিয়ে ভিক্ষা-ডালা ;
পরিবার-স্থলে বঙ্গ, সর্ব্বেসর্ব্বা শালা,
রঙ্গমঞ্চ সদা খোলা, দেবাগারে তালা।
গুণ্ডা হ'য়ে ফিরে পাণ্ডা, এলে প্যালা-পালা ॥

২৩৭

বঙ্গে প্রতিকর্ম্মক্ষেত্রে, বিদেশী মজুর,
অন্নপূর্ণা-অধিকারে, উড়িয়া ঠাকুর ;
অসংযমে ভোগ-রাগে, গৃহস্থ ফতুর,
প্রতিঘরে বেশী ভাগ, অসুস্থ, আতুর !
বঙ্গ এবে বিদেশীর, পালিত কুকুর !

২৩৮

নীচমনা করে বঙ্গে, উচ্চতার দাবী,
বলে লোকে—'আছি ভাল,' খাইলেও খাবী ;
ভূ-ভাণ্ডার বঙ্গ, কিন্তু, পরহাতে চাবী,
বঙ্গ এবে সত্যভোলা ভাবীস্বপ্ন ভাবি' !
ভোগ-রাগী জন্মগত, যোগ-রাগ নাবী।

২৩৯

মই নিয়ে সরে বঙ্গ, তুলে দিয়ে গাছে,
ভিটেছাড়া করে, যদি, বিজ্ঞ থাকে কাছে ;
বঙ্গে গুণী-গুণ যত, দোষ তত আছে,
বঙ্গে প্রায় আত্মশ্রাদ্ধ, পচা শাক-মাছে !
বঙ্গে রাঁধাভাতে ধান, কেবা কত বাছে !

২৪০

পরমুণ্ডে চেপে খেতে, বঙ্গ বৃহস্পতি,
বনে বেশী বিষ-লতা, কম বনস্পতি :
ছাগ, গরু হ'তে বঙ্গে, বহুশস্য-ক্ষতি,
উপন্যাস-রসে বঙ্গে, উপ প্রতি রতি।
রসবতী' পরে মতি, হইলেও যতী।
মধুর রসের ভক্ত, যুবক, যুবতী !

২৪১

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বই, বঙ্গে অন্য জেতে,
উচ্চধর্ম্ম-শিক্ষা নিয়ে, নহে ঠিক ধেতে ;
হীনবর্ণ-আশ, 'সব হো'ক্ একজেতে,'
উচ্চবর্ণ ভাবে—ওরা, অতি অধঃপেতে !
প্রাধান্য-কুহকে সবে, আছে ওত পেতে।

২৪২

বরুণের দানে বঙ্গে, পুষ্ট তুষ্ট গোপ,
ষড়ঋতু ধরি,' ষড় রিপুর প্রকোপ ;
সর্ব্বরূপ শিক্ষাকেন্দ্র, হট্ট, বায়স্কোপ,
নিত্য সোপ-শ্রাদ্ধে অঙ্গে, নাহি ধরে ছোপ।
কাপ্তেন গাঁথিতে বঙ্গ, ফেলে ছল-টোপ !

২৪৩

বিপদে বঙ্গের মুখে—হা-রাম, যো-রাম,
সম্পদে সে ভাব নাই, নিমকহারাম ;
Deer-শিকারে বঙ্গে, Dear ম্যাডাম,
অস্বাস্থ্য, অনার্য্যজুষ্ট, বঙ্গের আসাম !

২৪৪

সূচ হ'য়ে ঢুকি' বঙ্গ, বহির্গত ফালে,
নবাবীটা তবু বঙ্গে, খড় নাই চালে ;
দোক্তা-গুঁড়ী-পিণ্ডি ঘাঁটে, বিধবার পালে,
অন্তরালে সব চলে, বঙ্গে সব কালে।
সদাই তুফান ছুটে, বঙ্গে কাটা খালে !

২৪৫

নকুলে বঙ্গের মুখে, নাহিক আগল,
পরানিষ্ট হেতু লোকে, সেয়ান পাগল ;
প্লাবন বহায় প্রায়, বঙ্গের বাদল,
রণে নয়, বাজে বনে, বঙ্গের মাদল !

২৪৬

দু'দিনের কাযে বঙ্গ, ধর্ম্ম পূত রাখে,
তিন দিনে দিন কিনে, চূণ-কালি মাখে ;
হিড়িকে, হুজুগে প'ড়ে, ফিরে লাখে লাখে,
সদাচারে নেমে বঙ্গ, অনাচারে পাকে।
নিজে শু'তে স্থান নাই, শঙ্করাকে ডাকে ॥

২৪৭

সব চাকা রোগ বঙ্গে, পড়ি' লোভ-চাকে,
পরচুলা পরি' বঙ্গ, টেকোমাথা ঢাকে ;
'শালা' 'ব্যাটা' মিষ্টভাষ, বলে যা'কে তা'কে,
মর্দ্দানি দেখায় বঙ্গ, শুধু জাঁকে-হাঁকে।
পরকে ফেলা'তে জালে, ফেলে আপনাকে !

২৪৮

ভাব-পক্ষ বঙ্গ-লক্ষ্য, ভাবে মাতামাতি,
নহে বঙ্গ জ্ঞান কিম্বা, যোগ-পক্ষপাতী ;
দৃষ্ট হয় বঙ্গে বেশী, পাপী আত্মঘাতী,
ফুলোদ্যানে অতিঅল্প, পুষ্পরাজ জাতি।
যতবিধ 'পাতি' সব, বঙ্গ-অন্তঃপাতী !

২৪৯

বঙ্গে প্রায় বাবু-হাতে, আঁটা রিষ্টঘড়ি,
দিতে গলে ক্ষুদ্র শূদ্র, চাহে সূত্র-দড়ি ;
গুণ না থেকেও, গুণে দাবী তড়িঘড়ি,
দানাশূন্য হ'লে হাঁড়ী, বসে লোকে নড়ি' ।
নষ্টমেধা অসময়ে, গৃহ-চক্রে পড়ি' ॥
যৌবনেই যুব-রাগ, নেমে যায় চড়ি' !
বঙ্গ তা'ই ভাঙে, আগে, তুলে যাহা গড়ি' !

২৫০

বঙ্গে যেবা যা'র ঘরে, পায় সেধে স্থান,
অহেতুক তা' হ'তেই, তা'র অবমান ,
এমন কি, বহুস্থলে, নষ্ট ধন, প্রাণ ;
ব্যাখ্যানে অপটু বিধি, বঙ্গ-উপাখ্যান !
বঙ্গে সবে সর্ব্ব-কাছে, হেয়, অপ্রধান ।
না থেকেও জ্ঞান, গুণ, পূরা অভিমান ॥

২৫১

বঙ্গে এত পণাঙ্গনা, বাজারে সহরে,
নাহি স্থান সবাকার, হাজার বহরে ;
রেতে দ্বারে ডাকে ফেরু, পহরে পহরে,
উড়ে প্রাণ দরিয়ার, লহরে লহরে ।
মারাত্মকজন্তু-বাস, গহ্বরে, নহরে ॥
মোহরে সুতৃপ্ত বঙ্গ, অতৃপ্ত জহরে !

২৫২

মেলা-হাটে বঙ্গ-নাম' রেখেছে কুমার,
আসামী না, বঙ্গ, আদি আসামী বোমার ;
ভূমির আদর বঙ্গে, না আছে ভূমার,
যা' দেখে, 'আমার' তাহা, না ভাবে 'তোমার'
গোবরের স্থান বঙ্গ, নহে তা' গামার !

২৫৩

ঋষিত্ব ফলা'তে চায়, বঙ্গের চামার,
খেয়াল-খেয়ালী বঙ্গ, ত্যজিয়া ধামার :
মামার ইয়ার পাকা, ভেড়ুয়া বামার,
শিরস্ত্রাণ নাই বঙ্গে, আধিক্য জামার।
শ্যামার কৌতুক, নিয়ে ঘাতুক কামার,
বাংলার সুপকার, হাণ্টলিপামার !

২৫৪

করে যা'রা সেবাধর্ম্মে, মানবে সুন্দর,
বঙ্গের সমাজে তা'রা, মনু ধুরন্ধর ;
কার্য্যদোষে ধাক্কা খেলে, হেন ভাবান্তর,
শ্রীগুরু-শ্রীধাম হ'তে, অন্তর্ অন্তর !
যক্ষ, রক্ষ বঙ্গে এবে, ব্রহ্মা, পুরন্দর !

২৫৫

যেবা যত বাড়ে বঙ্গে, সদ্‌গুরু-দয়ায়,
সে তত কার্পণ্য-দুষ্ট, গুরু-দক্ষিণায় ;
যেবা যত গুতা খায়, মায়ার হুড়ায়,
সে তত উদার ভক্ত, স্বার্থকে লুটায়।

২৫৬

গুরু-অঙ্গে হুল বঙ্গে, শিষ্যই ফুটায়,
গুরুর অনর্থ শুধু, চেলাই যুটায় ;
চেলা-হেতু বঙ্গে গুরু, আসন গুটায়,
বঙ্গ-নামে সদ্‌গুরু যে, কোঁত্‌কা উঠায় !

২৫৭

গুরুমারা বিদ্যাতেই, বঙ্গ অগ্রগণ্য,
গুরু-দোষ গাহে যেবা, বঙ্গে সেই ধন্য ;
বঙ্গে সেই চোর বলে, চুরী যা'র জন্য,
খোসা, ভূষি সার গণ্য, দৈন্য আনে অন্য।
পঙ্গপাল, পিপীলক, সৈন্যমাঝে গণ্য !

২৫৮

হাম্‌বড়া সাজে বঙ্গ, গুরুকাছে শিখি',
তবু শিক্ষা নহে পূরা, মাত্র আনা. সিকি !
বঙ্গে-প্রতিহিংসানল, জ্বলে ধিকি-ধিকি,
খুলে তা' না বলে বঙ্গ,. চাই তা'র কি: কি।
বঙ্গে ত পগা'রে টেড়ী, নাহি শিরে টিকী।

২৫৯

বাহ্যভাব সাঁচা বঙ্গে, অন্তর্ভাব মেকি,
নক্র সম বক্রভাব, ধরে গৃহ-ঢেঁকি :
করে পাড়া তোলপাড়, বাংলার খেঁকি,
বঙ্গে কেহ নহে পূজ্য, টাঁকি খেয়ে টেঁকি' !
বঙ্গের আক্কেল নাই, সদা ঠকি' ঠেকি' !

২৬০

খুঁচিতে লইয়া বঙ্গ, যোগায় ধামায়,
উচ্চভাবে যেবা, তা'রে, সজোরে নামায় :
বেড়ে যেতে চায় যেবা, তাহারে থামায়,
ধার করি' ইট বঙ্গ, শোধে তা' ঝামায়।
না চায় 'তোমায়' বঙ্গ, নাচায় 'আমায়' !
না চাহে শ্যামায় বঙ্গ, চাহে সে বামায় !
বহে বীর্য্য, রক্তস্রোত, বঙ্গে নর্দ্দামায় !

২৬১

দূত্য কি গোয়েন্দাগিরি,, ছু'য়ে বঙ্গ পাকা,
বঙ্গে এবে সঙরূপে, দেবভাব ঢাকা ;
বঙ্গে ধর্ম্ম—দেবতাকে, নেশা ক'রে ডাকা,
কো-কো-স্বপ্নে কোঁ-কোঁ রব, না শুনেও কা-কা !
শুনিয়াও কা-কা, বঙ্গে, সুপ্ত বাবা, কাকা !
কক্-স্বরে কক্ ক'রে, ধরে কক্ আঁকা !

২৬২

'গা হোক্ সোণার' হেন, বঙ্গের গায়ক,
'না হোক্' এভাবে চলে, বঙ্গের নায়ক ;
'বাদ হোক্ আর সব', এ'ভাবে বাদক,
জনিতৃ হ'লেও যন্ত্রী, শিষ্যত্ব-বাধক :
বঙ্গ এবে লোভ্য খাদ্য, বিদেশী খাদক !
বঙ্গ ভাব-উৎপাদক, অন্তে উৎসাদক !

২৬৩

বিবাহ-যোটক বঙ্গে, এবে না ঘটক,
বর্ত্তমানে অতিরিক্ত, ঘটকী-চটক :
নারীর কটকী সাধ, ফেলিয়া কটক,
ধনিক বণিককুল, চিড়িয়া চটক ।
হাটকে নিশীথে খোলা, রাজার ফটক !

২৬৪

বৈদিক বারেন্দ্র মাঝে, চাতক কতক,
নিন্দক পীড়ক আশী, ধরিলে শতক ;
বিদ্যা নয়, ঢঙ-রঙে, কথক মথক,
পূর্ণ-নয়, বঙ্গে কায, কতক মতক !
লোহিতক চেয়ে বঙ্গে, রুচ্য রোহিতক !
কূটস্থ বিরোধী সব, মত যা' প্রত্যক্ !

২৬৫

বঙ্গের বার্ত্তিককার, বি-গুণবার্ত্তিক,
লোহারাম, কালারাম, সাজেন কার্ত্তিক :
গুরু, বৈদ্য, জমিদার, সকলি আর্থিক.
ঋত্বিক যে—নৈষ্কৃতিক, নহে ত সাত্ত্বিক !

২৬৬

যা'র তা'র হাতে বঙ্গে, ঔষধের শিশি,
পিসা, মাসী, সেবাদাসী, দাঁতে দেয় মিসি :
উল্‌কি পরি' উলূকার, দলে থাকে মিশি.'
চ'লে দ্বন্দ্ব, সালিশীতে, আসিলেও ঋষি !

২৬৭

বাংলার হুলুধ্বনি, গান্ধার ছাপায়,
কোঁদলে অনেক বুড়ী, মন্দার কাঁপায় :
ছলে বঙ্গ পরঘাড়ে, স্ব-দোষ চাপায়.
লাফায় নিতে তা' বঙ্গ, ফলে যা' ধাপায়।
গুরুত্ব না মানি' বঙ্গ, নিজত্ব ফাঁপায় ।

২৬৮

আর্য্যভাব লুপ্ত বঙ্গে, ভার্য্যার চোপায়,
খ্যাপায় হ্যাপায় ফেলে,' বঙ্গের খোপায় ;
গাড়ীভাড়া-ভয়ে বঙ্গ, বসন ছোপায়,
যবে যে যো পায় বঙ্গে, মিত্রকে কোপায় !
গৃহিণী বকুনি খেলে, সরোষে কোঁপায় ।

২৬৯

বাংলায় পাঁটা চেয়ে, বেশী পাঁটী রহে,
বঙ্গে যুবা, প্রৌঢ়, কা'রো, বীর্য্য বাসী নহে ;
যা'কে তা'কে ভালবাসি,' লোকে দুঃখ সহে,
পুরে রাখি' পরী-নারী, চিন্তা-ভার বহে।
খায় বঙ্গ হাবুডুবু, ত্রি'দ'এর দহে।

২৭০

সতু, নগু. নরু. বিনু, বঙ্গে পরাশর,
অশিষ্টের পুণ্যতীর্থ. আসর, বাসর ;
গাইপোষা সখ অতি, বঙ্গে ঘর ঘর,
তোয়াজেও নহে দুধ, দু'সের উপর
যুবতীর পরে বঙ্গে, দেবতার ভর !
সখিভাব-সাধনায়. পুরুষ প্র-বর !

২৭১

বাংলায় স্মৃতিদোষে, যৌবন অকালে,
অযথা সম্ভোগে তাহা, অকালে আড়ালে
অকালবার্দ্ধক্য আনে, দৈন্য-চিন্তাজালে,
রোগে যে অকাল মৃত্যু, ঘরের জঞ্জালে।
বলহীন বঙ্গ, খাদ্যে, কুভক্ষ্য-ভেজালে।

২৭২

পায় হানা ছানা বঙ্গে, পালোর নাদায়,
দুগ্ধ, ননী, ঘৃত, তেল, আটা, ময়দায়—
মূল বস্তু অতি কম, মিশ্র সমুদায় :
কাঁদায় পথিকে বঙ্গে, পথের কাদায় !

২৭৩

ঝাল-রাগ বঙ্গে অতি, লঙ্কা বা আদায়,
নাছোড় জলৌকা রক্ত, করিতে আদায় :
বহু অর্থ লয় টানি', চাঁদায়, দাদায়,
সর্ব্বদাই গোলযোগ, কালায় সাদায় ।

২৭৪

পরদেশী দুর্গোৎসবে, বঙ্গে ছুটে এসে,
বহুকাযে অর্থ লুটি,' ফিরে দেশে শেষে ;
আর বঙ্গ ভিটে ছেড়ে, কাষ্ঠহাসি হেসে,
রেলে চেপে দেখে ব'সে, সঙ বারোমেসে ।

২৭৫

হায় ! হায় ! বঙ্গে এবে, কি হ'তে কি হ'ল !
স্ব স্ব বৃত্তি তুচ্ছ গণি,' সর্ব্ববর্ণ ক'লো !
দেশী সব বিদেশীর, হাতে এসে প'ল,
পরপণ্য কিনি' লোকে, ক্রমে দৈন্যে ম'ল ।

২৭৬

অকেযো যে, গলগ্রহ, সব চেয়ে খ'লো,
বঙ্গে সেই গৃহচাঁই, ল'য়ে দেহ জ'লো ;
বারোমাস অন্নদাস, তবু মুখ ত'লো,
চিরদৃষ্টি তথা, যথা স্বার্থফল-থ'লো।
সমাজের জাতশত্রু, পুচ্ছধারী ট'লো !

যথায় যে কাযে বঙ্গে, নেতা ছড়াছড়ি,
সেই কায পণ্ড আগে, শেষে চড়াচড়ি ;
পৈতৃক থাকিলে কিছু, চলে লড়ালড়ি,
প্রেম-পণে আঁস্তাকুড়ে, রেতে গড়াগড়ি
সখে পড়ি' ঋণ-দায়ে, ভূষা হাতকড়ি !

২৭৮

জাহাজে যোগায় এবে, বঙ্গের খাবার,
এমন কি আসে তা'য়, ভোগ দেবতার !
পল্লীতেও বৈদেশিক, পণ্য-ব্যবহার,
কেবল তা'রই তরে, পুঁজি যা' যাহার ;
চাহে বঙ্গ যা'র তা'র, সাজিতে কাহার।
বঙ্গে এবে ঠোকমারা, বিদ্যার বিসার।

২৭৯

বঙ্গে উপ-ব্যাধি-হেতু, উপাধি, অধ্যাস,
আধি-হেতু নাটকীয়, বচনবিন্যাস ;
উচ্ছৃঙ্খলতা-হেতু, পিতৃত্যক্ত ক্যাস,
ধন-মান-ভোগ-হেতু, পোষাকী সন্ন্যাস !

২৮০

বঙ্গে যত দরবারী, ডিটোমারাসুর,
সবে ভ্রাতৃমাংসলোভী, সারমেয় শূর ;
দেশকাযে নাহি সাজে, কোন বাহাদুর,
হুজুর-জুজুর ডর, থেকেও সু-দূর।

২৮১

এক হংস মরি' বঙ্গে, বহু মৃগীরোগী,
গাই-ষাঁড়-যুক্ত ভাবে, লোক মুক্তযোগী :
না হইতে কলাপটু, কার্য্য-উপযোগী,
নিজকে জাতির তরে, সদা সমুদ্যোগী।
পরভাগ্য-অংশলাভে, বঙ্গে বহুভোগী।
স্বাবলম্বী নহে লোক, তা'ই বেশী ঠগী ॥

২৮২

বঙ্গে হাস, ভাষ, শ্বাস, ভালবাসাবাসি,
সবাতে নাটুকে ঢঙ, সবে তা' প্রয়াসী :
বঙ্গে গিন্নী—শাঁকচুন্নী, উপগিন্নি দাসী,
বিদেশী-প্রত্যাশী লোক, তথাপি বিলাসী।
বঙ্গের সমাজে এবে, কন্যা সর্ব্বনাশী !

২৮৩

বঙ্গে সব পূজা-ভাব, লোভরসে মজা,
নিমন্ত্রণ-ঘটা, নিয়ে, মেষ, অজা, গজা ;
পায় সাজা, তবু বঙ্গ, সাজাগুরু ভজা,
গোঁজা যেন বিঁধে চোখে, দেখে যদি ভজা।

২৮৪

যে গরুই গুরুরূপে, কাটে বঙ্গে দামে,
সেই খ্যাত অবতার, সিদ্ধ-উপনামে ;
মূর্খ, ঝুনো, মৌনী বুনো, সেও মাতি' কামে,
মেরে তুড়ী মন্ত্র ঝাড়ি,' যুক্ত নারী-খামে !
নিধিরামে ভজে বঙ্গ, ভুলি' আত্মারামে,
সত্যধাম তেয়াগিয়া, ভ্রমে ভূতগ্রামে ॥

২৮৫

বঙ্গে ঢুঙ্গী অজ্ঞ যদি, গুরুর আসনে,
বারেক বসিতে পায়, সে কভু জীবনে,
না যায় আত্মজ্ঞ ঠাঁই, ভ্রান্তিসংশোধনে,
শিষ্যবৃদ্ধিরোগে ভুগে, মিথ্যা-আলোচনে।
চুয়াল্লিশ ভাজা বঙ্গ, ধর্ম্ম-আচরণে !

২৮৬

মুদ্রাযন্ত্র-কল্যাণেই, মায়াবী ইতর,
সিদ্ধিগুরুনামে চলে, বঙ্গের ভিতর ;
যত ধনী, মানী, কামী, অজ্ঞ ঘোরতর—
সে শঠ-সেবায় কোথা, কভু না কাতর।

২৮৭

নাই বঙ্গে বেশ্যালয়ে, কোন পূজা-মানা,
সাধুপূজা-ধৰ্ম্মনামে, শুষ্ক মুখখানা ;
জড়সেবাতরে বঙ্গ, দেয় ক্ষীর, ছানা।
চেতনার সেবা কালে, নাহি যুটে চানা।

২৮৮

বেশ্যাপূজাতরে বঙ্গে, ব্যয় ষোলআনা,
সদ্ভাবের কোন কাযে, দিতে কড়ি কাণা,
শিরে যেন পড়ে বাজ, হইলেও রাণা ;
অকালেই উঠে বঙ্গে, ধনীপুত্র-ডানা।
অন্ন চেয়ে প্রতিঘরে, গণ্য সাগুদানা।
যাক্ বাড়ী তবু চাই, পাকা শ্বেতখানা।

২৮৯

বঙ্গে রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ধনী,
নম্বুরে গোলাম যত, দেশ পক্ষে শনি,
নিত্য নব ভূঁইফোঁড়, গুরু শিরোমণি,
খায় লুটে নারীধন, ক্ষীর, সর, ননী।
বৰ্ত্তমান বঙ্গ, সৰ্ব্ব দুর্ভাগ্যের খনি :
গৃহী, বনী যা'কে দেখ, সেই যেন ফণী !

২৯০

আসে যা'রা গাড়ী চাপি,' বঙ্গে দেবালয়ে,
সাধুসেবা-কথাতেই, কেঁপে মরে ভয়ে ;
যদিও বা একপাই, দেয় মিলে ছুয়ে,
স্তুতিবাদ করে সুরু, ঘিরে তা'রে নয়ে।

২৯১

বখ্‌রাখেগো বখ্‌রা বঙ্গে, সিদ্ধ ত বখ্‌রায়,
ছোক্‌রাগুলা ডোক্‌রা চেয়ে, অধিক ঠোক্‌রায় ;
নর, নারী কারো নাই, আগল টাকরায়,
টুক্‌রা নিয়ে স্যাক্‌রা বঙ্গে, সজোরে ফুক্‌রায় !

২৯২

বঙ্গে বেণে, ব্যবসায়ী, অতি নীচ, হেয়,
নাহি কিছু দেয় তথা, যোগ্য যথা দেয় :
নিষিদ্ধ যা' লেহ্য, পেয়, তা'ই উপাদেয়,
সারমেয়বৃত্তি বঙ্গে, সবাকার ধ্যেয়।
শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত বঙ্গ, দাস নামধেয়।

২৯৩

বঙ্গে মেলা, দেবালয়, তীর্থ, গঙ্গাঘাটে,
নারীর বচন-দাপে, মাটি যেন ফাটে !
বঙ্গের কর্ত্তামি শুধু, ধারকরা ঠাটে,
মাতি' নাটে বঙ্গলোক, ভাঙে হাঁড়ী হাটে।
লর্ড-লেডি গৌরাঙ্গের, এঁটোপাতা চাটে ॥

২৯৪

যে জলে চোনায়, নদে, সেই জল তুলি,'
অসঙ্কোচে বঙ্গনারী, করে আগে কুলি :
সেই জলে দেবভোগ, দেয় দন্তে ফুলি,'
বুনো কুলী যা' না করে, করে সেইগুলি।
রকমারী ঝুলী বঙ্গে, রকমারি বুলি !

২৯৫

এ ত কম বলা হ'ল, বঙ্গের ব্যাপার,
তবু বঙ্গে সুপ্রচার, হইলে গাথার,
দাঁড়া'বে এ ভিক্ষুকবি, দূষণ সবার :
যা'হোক্ না দুঃখ তাহে, এ বিশ্বাস তা'র—
সত্যের আলোকে ত্বরা, সরিবে আঁধার।

২৯৬

বাংলার যত কেচ্ছা, আচ্ছা মজাদার,
বহুভাবে বলিলেও, নহে ফুরা'বার :
মোটামুটি ভাব-ছন্দে, যাহা জানা'বার,
অভিব্যক্ত হ'ল সেই, সত্য-সমাচার।

২৯৭

বঙ্গদেশ-কুৎসা কভু, লক্ষ্য না কবির,
সর্ব্বদোষনাশতরে, বঙ্গনিবাসীর,
এরূপ সুতীব্রভাবে, দোষের জাহির :
নতুবা এ সব মিছা, কে করে বাহির ?

২৯৮

এতেও হইলে কবি, দোষের ভাজন,
জানিবে সে, চলে দেশে, দোষ-আলোচন ;
ঘটে যদি ক্রমে তা'য়, দোষের মোচন,
সার্থক হইবে শ্রম, কবির জীবন !

২৯৯

বঙ্গের শ্রেষ্ঠতা, কিম্বা, প্রশংসা যাহায়,
পরবর্ত্তী কবিতায়, সে তথ্য জাগায় ;
পর পর দেখিবে যে. কি ভাব তাহায়,
ধন্যবাদ দিয়ে সে ত, দিবে ভাবে সায় ।

সোণার বাংলা।



বড় সাধের তুমিরে মোর, সোণার বাংলা দেশ।
বেশ-ভূষাতে স্বভাব তোমা, সাজিয়ে দেছে বেশ॥
তোমার কোলে জন্ম ল'য়ে, আছি ভবে ধন্য হ'য়ে,
তোমার কোলেই জীবন মম, হয়গো যেন শেষ।
আমার কাছে বঙ্গ তুমি, ভবের সেরা দেশ॥

তোমার কোলে কি না ফলে, কি নাই তব ঘরে?
হিমগিরি, জাহ্নবী-নীর, তোমার শান্তি তরে;
কোন্ ঋতু না তোমার কাছে, তোমার গুণে বাঁধা আছে?
কোন্ গুণী না তোমায় দেখে, নোয়ায় শিরোদেশ?
সবাই ভাবে তুমিই ভবে. রত্নপ্রসূদেশ?

তোমার বনে, তবোদ্যানে, শোভার হাট লাগে,
তোমার ক্ষেতে লক্ষ্মী এসে, জাগেন অনুরাগে;
তোমার ফলের মিষ্টরসে, ঋষির মন ভাবে রসে,
তোমার পাখীর মধুর স্বরে, কতই প্রেমাবেশ।
বহুপুণ্য না থাক্‌লে কে, সেবক তব? দেশ!

তোমার তড়াগ, তোমার দীঘি, তোমার সরোবরে,
সোহাগভরে কমল দুলে, মরাল সুখে চরে ;
তোমার নদীর কলনাদে, কেউ না থাকে অবসাদে,
তোমার সাগর-তীর্থে নানা, সাধুর সমাবেশ।
সিদ্ধ-আদিজ্ঞানগুরুর, সাধনসিদ্ধদেশ ॥

তোমার ঘন ছড়ায় সুধা, দেখায় বহুরূপ,
তোমার শারদ রাকাশশীর, কিরণ অপরূপ ;
তোমার স্নিগ্ধ মধু-বাতে, স্বর্গসুখে মনটা মাতে,
তোমার অন্ন সুদূর দেশে, মিটায় ক্ষুধা-ক্লেশ।
কে না তোমায় ভালবাসে, সোণার বঙ্গদেশ ?

তোমার ভাষায় ভারতী মা'র, জগৎযোড়া মান,
তোমার ভক্ত সংকীর্ত্তনে, ছুটায় ভক্তি-বান ;
তোমার মেয়ের মত কেবা, করতে পারে গুরু-সেবা,
তোমার ছেলের মত কোথা, কাহার জ্ঞানোন্মেষ ?
স্বর্গাদপি গরিয়সী, তুমিরে মোর দেশ ॥

তোমার বাসে নিত্যব্রত, পূজায় মহাজাঁক,
সত্রে তব অন্নপূর্ণা, করেন নিজে পাক ;
আচারে নাই শুদ্ধি-স্বীকার, বিচারে নাই বুদ্ধি-বিকার,
না বাড়ে তা'ই কভু যেন, তোমার' পরে দ্বেষ।
মায়ের মত চিরপূজ্যা, তুমি ত মোর দেশ ॥

তোমার পোষা জীব যা' আছে, সবাই বীর্য্যবান্,
তোমায় যা'রা সদাই সেবে, তা'রাই কীর্ত্তিমান্ ;
তোমার গুণীর মত ভবে, হয়নি কেহ, নাহি হ'বে,
তুমি যা'দের ধাত্রী, তা'দের, সুখের একশেষ।
সর্ব্ব ভাবে তুমিই ভবে, রকমারির দেশ ॥

ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, লতা, কানন, সরিৎ, সর,
প্রাণী যত, সদা স্থিত, তোমার বক্ষোপর ;
প্রকার-ভেদ সবার যত, আর কোথা তা' ব্যক্ত তত ?
কোন্ দেশে মা, আছে এমন, দীঘল, ঘন কেশ ?
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্রে তুমি, ভবের প্রিয়দেশ ॥

কোথায় হেন বৈদ্য, কবি, যুড়ায় তনু, মন ?
কোথা এরূপ ভূষণ, সাজ, ভোজ্য-আয়োজন ?
ভাল-মন্দ সর্ব্বতালে, কোথা এমন বুদ্ধি খেলে ?
সব কাযে কে কোথা এরূপ, নিপুণ সবিশেষ ?
সর্ব্বশক্তি-সুবিকাশে, ধন্য তুমি, দেশ ॥

না জানি কোন্ গ্রহের ফেরে, তোমার হেন দুঃখ,
পাপের চাপে, রোগের দাপে, বিষাদভরা মুখ ;
সপ্তকোটি সন্তান যা'র, রইবে কেন এভাব তা'র ?
বিধির দয়ায় দেখ্‌বে ত্বরা, নাই মা, দুঃখ-লেশ।
তোমার সুখে ভবের সুখ, সাধের বাংলাদেশ ॥

বাংলার সাড়া।



১। *রাগিণী—ভীমপলশ্রী—তাল—জলদ একতালা।

ভয় কিগো মা, আমরা আছি, তোর দুঃখ আর রাখ্‌বোনা।
উঠ্‌বো জেগে, থাক্‌বো লেগে, ধর্ম্মটা আর ছাড়্‌বোনা॥

করুক্ না সব অসার গরব, ছেড়ুক্ না তোর কর,
আনুক্‌না বিষ ভরা ভরা বিলাক্‌না ঘর ঘর:
যদি ভালবাসিস্, কর্ মা আশিস্, সে বিষে কেউ মরবোনা।

চিনি, লবণ, বসন, বাসন, গিল্টির অলঙ্কার,
বিদেশ থেকে আস্‌বে যা, তা, করবোনা ব্যাভার;
মোরা দেশের, বেশ, ভূষণের, চলন বই আর চল্‌বোনা।

তোর প্রসাদে কার্ প্রাসাদে, না আছে কোন্ ধন?
ভাঁড়ার তোর লুট্‌ছে সদা, পারের প্রভুগণ:
পেলে একটু মা তোর, চরণ-জোর, আর সিংহদোর খুল্‌বোনা
মোরা রাজার কাছে, কোন কাযে, বেজার হ'য়ে ফিরবোনা।

মা তোর ক্ষেতে, দিবারেতে, ফলে যে ফল ফুল,
এমন দেশ নাই জগতে, যথার যা, তা'র তুল;
আছে বনোপবন, সাগর যেমন, তেমন কোথাও দেখ্‌বোনা।

মা তোর পায়ের ধূলিকণা, মুক্তা বিদেশের,
তোর দেওয়া মা শাকান্ন, মূল, কারীর চেয়েও ঢের ;
তোর ঋতু যে ছয়, শোভার আলয়, তো সম নাম শুন্‌বোনা।

মেঘান্তে তোর বাংলা দেশে, পূজায় বেজায় জাঁক,
হেমন্তে মাঠ শস্যের হাট, শিশির কালে ফাঁক ;
তোর মধুমাসে, কানন হাসে, পাখীর গান যা ভুল্‌বোনা।

নিদাঘে তোর তরুর তলে, জুড়ায় পথিক প্রাণ ,
প্রাবৃটে তোর বিল খালে মা, উঠে ভেকের তান.
মোরা যবে যা চাই, তোর কাছে পাই, পরঠাঁই হাত পাত্‌বোনা

তোর আকাশে, তোর বাতাসে, তোর মাটিতে কায়,
তোর গঙ্গা জলে মোক্ষ ফলে, মরায় জীবন পায় ;
সদা তোর খেয়ে প'রে, ভুল্‌তে তোরে, পরফাঁস আর পর্‌বোনা

তোর ধ্যান-জ্ঞানে কি শিল্প গুণে, ভুবনভরা যশ,
তোর ধর্ম্ম বীরের কর্ম্ম দেখে, আ'জো জগৎ বশ ;
তোর গগনভেদী গুণের বেদী, হিমাদ্রি বই ভাব্‌বোনা।

মা তোর মুখে শুনি সুখে, মধুর সাম-গান,
তন্ত্র, মন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ তোর প্রাণ ;
তোর ধরম, করম, সবই চরম, নরম সুর আর ধর্‌বোনা।

তোর কাছে গুণ ধার করিয়ে, আ'জ যা'রা বলী,
তারাই তোর নাম শুনিলে, চায় দিতে বলি :
আ'জ পণ করিনু, দ্বেষ ছাড়িনু, বিদেশী-ধার ধার্‌বোনা ॥

ন্যাংটা হ'ব, সেও মা ভাল, চাইবো দেশের বাস,
উপোষ দিব, তউ না খেতে, কর্‌বো পরের আশ ;
আমরা দেশের হিতে ম'রবো দেশে, ঝগ্‌ড়া লড়াই কর্‌বোনা।
আমরা চাই আনন্দ, চাইনা দ্বন্দ্ব, ধন্ধে মা আর ঘুর্‌বোনা।

২। ※ রাগিণী—কাফি খাম্বাজ—তাল—যৎ।

যেমন মোদের মা হ'য়েছে, আমরা তেমন ছেলে নই।
মায়ের কৃপা-সুধা ফেলে মোরা, পরকাছে বিষ ভিক্ষা লই।

কোন দ্রব্য দিতে মায়ের, কোনও কসুর নাই,
আমরা ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি,' মায়ের মাথা খাই ;
মা, এম্‌নি মা হয়, তবু তা সয়, উঠায় না বিষ স্নেহ বই !

আমরা ছাড়া মর্‌বে ক'রা ? কা'দের হ'বে দোষ ?
মায়ের বুকের রক্ত বেচে, মোদের মেজাজ খোস ;
মোরা মায়ের যাহা রাখ্‌বো তাহা, মায়ের যদি কেহ হই।

মা দেয় ফল, অন্ন খেতে, পর্‌তে কত বাস,
আমরা তাহা বদ্‌লে কিনি, বাসন, চুরোট, তাস :
মোরা মা'র তরে যে সঁপ্‌বো প্রাণ, মার'পরে সে শ্রদ্ধা কই ?

আমরা যদি হইগো বাদী, পর্‌তে পরের ফাঁস,
রাখ্‌তে যদি পারি দেশে, দেশের আহার, বাস,
তবে থাক্‌বে মোদের মায়ের মুখ, নইলে মা, কোন্ গুণে কই ?

মা দেয় মোদের পর্‌তে যাহা, তাহাই ভাবি ঢের,
মায়ের কাছে যা পাই খেতে, তাহাই যাচি ফের ;
মায়ের মোটা ভাত আর মোটা বাসে, আমরা বাসে সুখে রই।

দেশের জোলা, দেশের তাঁতি, দেশের চাষীভাই,
চালাও তেজে দেশের কায, বিপদ আর নাই ;
দেখো ছেড়োনা পণ, স্ব স্ব ধরম, আমরা পিছে হ'বে জই।
জেনো, যতই শেষ, ততই বেশ্, এস এখন একটু সই ॥

৬। * রাগিণী—যোগিঞা মিশ্র—তাল—একতালা।

কর যজ্ঞ-আয়োজন !
মা ম'ল বলিয়ে, উত্তরী পরিয়ে,
শ্রাদ্ধের নাহিক কোন প্রয়োজন।

এই ত প্রণত থাকিয়ে সতত, সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে স্তুতি ক্ত মত,
তবুও গরবে নিঠুর দানবে, হানিল হৃদয়ে কুলিশ ভীষণ।
কাহারো রোদনে কাতর হ'লনা,
কাহারো রোদনে বেদনা পেলনা,
মধুর ভাষায় লাভের আশায়, কম্পিত করিল মহাধর্ম্মাসন।

রচন, বচন হ'ল ত প্রচুর, এবে চাই যত যাজ্ঞিক চতুর,
ইষ্টির সম্ভার—ভারত-অম্বার, সন্তানগণার কায়, প্রাণ, মন।
এ নহে সে যাগ লাগিবে বাদন, বসন, বাসন, রতন, ভূষণ,
এ যাগে আহুতি—ভীতি, বৃথা স্তুতি, দনুর প্রকৃতি, দনুজাভরণ।
এস ভাই সব ভুলি' দলাদলি, এ দুখের দিনে করি কোলাকুলি,
যজ্ঞে মেতে যাই, যাতনা জুড়াই, মরমে জড়াই প্রণয়-বন্ধন।
অই শুন অই, কা'র দৈববাণী, "ভেবনা ভেবনা, মরেনি জননী,
কর সিদ্ধ যাগ, যুক্ত হ'বে ভাগ, আনন্দরূপিণী পাইবে চেতন"।

৪। * রাগিণী—আলাইয়া—তাল—ঝাঁপতাল।

নে মা ভক্তি, দে মা শক্তি, শক্ত কাযে প্রাণ মাতাই।
শত্রু-নাগপাশে পড়ি', ধর্ম্ম করা ঘোর আলাই।
রিপুবশে রিপুবাসে, উচ্চাশা যা' প্রাণে ভাসে,
বিধর্ম্মীর দ্বেষ-ত্রাসে, প্রাণেই তা'র আশ মিটাই।
ল'য়ে যদি মুচি, হাড়ী, করি একটু বাড়াবাড়ি,
অম্‌নি শিরে বেটন-বাড়ি, মামার বাড়ী দেখ্‌তে পাই।
ভাল ফিরেছে কাল এসেছে, নবীন ভাবে সব জেগেছে,
পুরাণ বল তল গিয়েছে, কি ক'রে তা'য় বল দেখাই ?
কলির মা, এ কি রঙ্গ, যে শান্তি হয় অন্তরঙ্গ,
করি মা তোর অঙ্গ ভঙ্গ, নাশ ক'রে তা',কি বালাই !
তোর ঘরে মা তোকে ঘোরে, রাখ্‌তে চায় সে গায়ের জোরে,
সুধাই মা, তা'ই আজি তোরে, কর্ করুণা ধূম লাগাই।

পাপের মুখে দিতে কালি, কই যা, যেন কাযে পালি,
সদানন্দে দিয়ে তালি, 'মরা মা' এই গা'ল ঘুচাই।
যেন সাদা প্রাণে আগুন জ্বালি,' সদানন্দে দিন কাটাই ॥

৫। * রাগিণী—টোড়ী ভৈরবী—তাল—একতালা।

আর আমায় মা ব'লে ডেকোনা।
মোরে পাপ-রোগে আসি,' দলে দিবানিশি,
দেখেও কাহারো চেতনা হ'লনা।
মা বলিতে আর রেখেছ কি মুখ?
চোখ থাকে দেখ শত খণ্ড বুক,
বুঝিলে তোমরা কিসে মোর সুখ,
কাহারো অসুখ হ'তোনা হ'তোনা।
ছিল যারা আগে, এই দেশী তারা,
ছিল তবে ভাসি' এই শশী তারা,
ছিল এই ধরা, এই ভাব-ধারা,
শুধু ঘুমে কেহ আমোদ পেতনা।
না পারি খাইতে আর ব্যাধি-লাথি,
জাগ্‌বে না কি কেহ পুণ্যরঙ্গে মাতি'?
"সুখ-সিংহ ডরে, দেখে দুঃখ-হাতী,"
এ কুখ্যাতি নিয়ে ক্ষিতিতে থেকোনা।
আছ ত্রিংশকোটি সন্তান আমার,
সবে বিশারদ, সেবক রাজার,

"পাপিনী মা" এই কলঙ্ক-আঁধার,
জীবন থাকিতে রেখনা রেখনা।
হেথা সেথা শুধু করিলে চীৎকার,
কখন না হ'বে রোগ-প্রতিকার,
সব ভ্রাতা মিলি' করিলে ফুৎকার,
ছুটিবে বিকার, বিফল কেঁদনা।
অই অই দেব শিয়রে জাগিছে,
'উঠ, কর যোগ' ইঙ্গিতে বলিছে,
মাভৈঃ মাভৈঃ, সুযোগ বাড়িছে,
কুযোগে কুরোগ তাড়া'তে ক্ষেপোনা।
ধর্ম্মী ব'লে এক কর যা বড়াই,
ব্যভিচার-পাপে ধর্ম্ম হেথা নাই,
'সাধিলে সিদ্ধি' এ' ধর্ম্মগাথা গাই,
গাও গাও তা'ই, সাধন ছেড়না।
দূরে রাখ ভয়, ভেঙে ফেল মান,
আন প্রাণে বল, ছাড় স্বার্থ, ভাণ,
একতা-বেদীতে স্বধর্ম্ম-নিশান,
উড়াও গরবে, বাঁচিয়ে ম'রনা।
জ্যান্তে ম'রে থাকা, ভাব যদি সার,
ম'রে মর, বলি' "ছার দুরাচার",
দেখুক্ জগৎ আমি হই কা'র,
আনন্দ-আশিস্ অসার ভেবনা।

ফলে যদি কভু আশীর্ব্বাদ-ফল,

বিন্দু বিন্দু লভি' পাও সিন্ধু-বল,

ডাকিও তখন, নতুবা বিফল,

খুঁচিয়ে নির্ব্বাণ অনল জেলনা।

কুমারিকা হ'তে ধরি' হিমাচল,

"বন্দে মাতরম্" কখন গেওনা॥

৬। * রাগিণী—ভৈরবী—তাল—খয়রা।

আর দেশে যা হয় মা, তাহা, আমরা কেন পার্‌বোনা?
মর্‌বো তবু এবার কভু, স্বধর্ম্মে দ্বেষ কর্‌বোনা।

বার বার বার এবার মোরা, সেয়ানা হ'য়েছি,
এবার মোদের ঘোড়ার কামড়, ভয় যা, ভুলেছি, ;
এবার চোক রাঙালে, মুখ ভ্যাঙালে, গর্ত্তে কভু ঢুক্‌বোনা।
এবার ধনের আশায় চাষ, ব্যবসায় ধর্‌বো, যা, তা ছাড়্‌বোনা।

প্রাণ দিয়ে ত সবাই লাগি, কর্‌তে দেশের কায,
ডুবে ডুবুক্ নাম, জাতি, ধাম, নাইকো তাহে লাজ :
মোদের যা হ'বার হোক্, প্রতিজ্ঞা রো'ক্,

আর গায়ে জোঁক ধর্‌বোনা।

যেরূপ মোরা বর্ণচোরা, কুড়াই এঁটো পাত,
কোন্ দিনে মা আস্‌বে হেথা, দ্বীপের রাঁধা ভাত ;
আমরা হাতে নয় মা, মর্‌ছি ভাতে, উদ্‌মাদা আর থাক্‌বোনা।
মোরা দেশের ঠাকুর ভেবে' কুকুর, শার্দ্দূলের পেট পূর্‌বোনা!

দেশের মোদের কোন্ জিনিষে, আছে মোদের টান,
থাকার মাঝে খাম্বিরা, পান, সরিমিঞার গান ;
মোদের বাইনাচে ত পরাণ নাচে,
এমন বাই আর দেখ্‌বোনা।
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ত ছার, আকাশ, তা'ও না বাদ,
সবাতে হাত বাঁধা মোদের, মোরা ষাঁড়ের নাদ ;
হ'য়ে জগন্নাথ, দূষণ-লাথ, খেতে, শির আর পাত্‌বোনা।
ভূতের দানা, ভূতের খানা, ফেলে ভূতের সাজ,
ভূতের রোজা সা'জবো এবার, পড়ে পড়ুক্ বাজ ;
মোরা মায়ের যা ভোগ, কর্‌বো তা ভোগ,
অন্যভোগ আর ভুগ্‌বোনা।

তুই ত মোদের কামদুঘা মা, কিসের তবে ভয় ?
না নিলে বিষ, দেওয়ার কা'রো, বাবার সাধ্য নয় !
আমরা আ'ধ বাঙালী, আ'ধ ফিরিঙ্গি, খচ্চর আর সাজ্‌বোনা।

তোর ধন যা, তাই পেলে মা, মোদের হ'বে ঢের,
বিষের বেপার বন্ধ হ'লে, বণিক পাবে টের ;
মা তোর নব দীক্ষা—জগৎ-শিক্ষা, ভিক্ষারব আর তুল্‌বোনা।
মোরা ব'ড়ের কিস্তি মাত্ হ'ব, তউ, অশ্বচক্রে ঘুর্‌বোনা।

মা তোর সবই ভাল জানি, এমনি কপাল-ফের,
কেবল আছে ডাইন পাছে, চল্‌ছে আ'জো জের ;

চলে চলুক্, করুক্ না তুক্, আমরা ছলে ভুল্‌বোনা।
তোর অভয়-মন্ত্র যন্ত্র মোদের, ফাঁদে কভু পড়্‌বোনা।

এই ভিক্ষা মা, চাই ত এখন, না যাই ভুলে' পণ,
কর্ম্মী, ধর্ম্মী সবার যেন, রয়গো খাঁটী মন ;
মোরা লক্ষ্য যাহা বিঁধ্‌বো তাহা, শিখণ্ডী আর মান্‌বোনা।
মোরা রাজার দয়ায় বিচ্‌মোল্লায় গলদ্, কভু রাখ্‌বোনা।

আরো চাই মা দেশের সবে, সখে যেন রই,
যখন যাহা দিস্ মা করে, আনন্দে তা লই ;
মা, তুই মা মোদের, আমরা ছেলে, দুঃখে তোরে ফেল্‌বোনা।
কেউটে মোরা, বিষ হারা'য়ে, ঢোঁড়ার মত চল্‌বোনা।

৭। * রাগিণী—খাম্বাজ—তাল—একতালা।

কত কাল পরে জাগিলি জননী,
ঘুচা'তে মা তোর কলুষ-আঁধার।
অভাবে পড়িয়ে, স্বভাব ছাড়িয়ে,
না পড়িস্ যেন ঘুমা'য়ে আবার ॥
যে ভাবে জাগিলি, তুলিলি বদন, যে নব আশায় নবীন জীবন,
সে ভাব, সে আশ, সে প্রাণ-চেতন,
মোদের জীবনে করিলি সঞ্চার।
পুত্র মোরা তোর ছিনু এতকাল, পরপদলেহী, আনাড়ী, বাচাল,
ভরসা কেবল ছিল মা কপাল, সে ভুল ভাঙিলি, ঘুচালি বিকার!

ভাই ভাই মাঝে ছিল হিংসা-ঠাট,
ছিল ধর্ম্ম-দ্বেষ, জাতীয় বিভ্রাট,
এবে কিন্তু আর নাই তা'র পাঠ,
একমন্ত্রপূত মানস সবার।
পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মারাঠি, বাঙালী,
ধনী, ধনেশ্বর, দরিদ্র, কাঙালী,
সবে কুতূহলে দিতেছে মা তালি,
ধরম-গরবে ছাড়িছে হুঙ্কার।
মাঠে, ঘাটে, হাটে, পথে, রথে, বনে,
জলে, নভঃস্থলে, আছে যে যেখানে,
সে সেখানে থাকি' হসিত বদনে
বলিছে" মা তোর করুণা অপার।
স্বদেশে যা হ'বে স্বদেশে রাখিব,
কোন বিষ আর ঘরে না আনিব,
দেবের আলয়ে দেবতা থাকিব,
পারের জঞ্জাল পাঠাইব পার।
দেশের চলনে উঠিব, বসিব,
দেশের ধরণে বলিব, চলিব,
খাইব, পরিব, সকলি করিব,
ধরমে না হ'ব মরমে বেজার।
যদি তা না পারি, মরিয়া হইব,
যদি মরি পণে, আবার আসিব,

আসিয়া আবার প্রতিজ্ঞা পালিব,

দেখিব কিরূপ ধরম কাহার।

আরো গাই সাধ, না পারি গাহিতে,

যা গাহিনু হ'বে কুরোগে ভুগিতে,

হয় হ'বে, চাই আনন্দে ফিরিতে,

বিবিধ কল্যাণে পীড়িতা মাতার" ॥

৮। * রাগিণী—ঝাঝমিশ্র—তাল—একতালা।

এস সবে আজি, নব সাজে সাজি, নবীন পরাণে নবীন কাযে।
বিপদ এসেছে, চাপিয়া ধ'রেছে, থেকনা থেকনা নীরবে লাজে ॥
"ভাই ভাই যথা, তথা ঠাঁই ঠাঁই"

এ প্রবাদ-বুলি, তুলি' কায নাই,

"ভাই ভাই মিলি' স্বর্গে হেঁটে যাই"

গাই এস, যথা জলদ গাজে।

জাগ, জাগ, উঠ, বল করি' পণ, "রবে যতক্ষণ এ দেহে চেতন,
র'ব যতদিন কোন একজন, অটল থাকিব সাধনমাঝে।
চাতুর্ব্বণ্য হ'তে ধরি' আচণ্ডাল, গৃহ-রণে আগে ঘুচা'ব জঞ্জাল,
নরনারী কেহ না র'ব বে-তাল, না হ'ব বে-চাল বিষাদ-বাজে।
বিঘ্ন, তাপ, ভয় আসিবে আসিবে, দুরিত-দনুজে হাসিবে, শাসিবে,
সকলি সহিয়া থাকিতে হইবে, রাখিয়া আনন্দে ভারতরাজে।
ঘরে ঘরে, গ্রামে, নগরে নগরে, কুল, কর্ম্মশালা স্থাপিরা আদরে,
অভাব ঘুচা'ব, থাকিব কদরে, স্বদেশে ফিরিব স্বদেশী-ধাঁজে।

ঠকি যদি তবু প্রভূত মঙ্গল, পুড়ি' পুড়ি' হ'ব পুরট উজ্জ্বল,
দুর্ব্বলতা যা'বে, হইব সবল, বাজিবে মাদল প্রবল ঝাঁজে।
ঠকিতে ঠকিতে পাব হেন দিন, যে দিন, জগৎ দেখিব নবীন,
র'বনা র'বনা আর দুঃখাধীন, শয়নে শয়ন আর না সাজে"।

৯। * রাগিণী—ঝিঁঝিটমিশ্র—তাল—একতালা।

মায়ের মোরা কি ক'রেছি ?
আ'জ মা ডাকে, তা'ই মায় চিনেছি।

মায়ের শিরে প'ড়ছে জুতা, কোন্ ছেলে তা না দেখেছি,
মায়ের দুখে দুখী হ'য়ে, সে দুঃখ কি কেউ হ'রেছি ?
আর সহেনা প্রাণে আমার, এই রোদন মা'র যেই শুনেছি,
অম্‌নি ব'লে মা দুখিনী, মায়ের এসে পা'য় ধ'রেছি।
ঘরের ভাইকে আগে যেমন, পর ভাবিয়ে ঘর ভেঙেছি,
আহা ! এখন মায়ের স্নেহে, সকল ভাইয়ে এক হ'য়েছি।
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ? ভাইয়ের দুঃখ ভাই বুঝেছি,
প্রাণের টানে প্রাণে প্রাণে, প্রেমের বাঁধন ঠিক দিয়েছি।
আর আমাদের কেবা আঁটে ? প্রাণে মায়ের বল বেঁধেছি,
বাইরে আবার ব্যথার ব্যথা, ভাইয়ের মত ভাই পেয়েছি।
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে, নবীন আশে গান ধ'রেছি—
"মায়ের দুঃখ রাখ্‌বো না আর, মায়ের তরে প্রাণ স'পেছি।"
বহু জন্মের পুণ্যফলে, ভাইয়ের সাথে ভাই মিশেছি,
কোটীকণ্ঠে মা মা বলি', প্রেমানন্দে বেশ্ মেতেছি।

১০। * রাগিণী—লুম ঝিঁঝিট—তাল—কাশ্মিরী খেমটা।

তোদের মা ডাকিছে আয়।
আয় তোরা আয় আমার কোলে, ও ধরিস্ কা'দের পায় ?

ওরা কা'রো দুখ বুঝেনা, ওরা কোন গুণ খুঁজে না
ওরা কেবল দোষ দেখিয়ে, দল্‌তে সদা চায়।
ওরা পাকা ব্যবসা জানে, দেয়না কিছু কেবল টানে,
ওরা ভাতের হাঁড়ী নাড়্‌লে যেন, আকাশ হাতে পায়।
ওরা তোদের কর্‌ছে খাট, কুকুর চেয়েও দেখ্‌ছে ছোট,
তোরা হাঁটু জলে ডুব্‌লে ওরা, ফিরেও নাহি চায়।
তোদের দেখি যেরূপ ধাঁজা, ধূনো জ্বেলে মন্‌সা-পূজা,
তোরা ভাবিস্ কি, তোদের মাতা, দুঃখে ভেসে যায় ?
তোরা যদি চাস্ বাঁচিতে, যাস্‌নে কারো পায় পড়িতে,
তোরা দে আনন্দে মায়ের পায়ে, ঢেলে প্রাণ, কায়।

১১। * রাগিণী—সুরট মিশ্র—তাল—আড়খেম্‌টা।

ভাব ত আ'জ, আমরা আগে, কি কায ক'রেছি
রাজায় ফাঁসী দেয়নি গলে, সাধ ক'রে তা' প'রেছি।
দেশের রাজা কর্‌তো একটু জোর,
সবার চোখে লাগ্‌লো তাহা ঘোর,
টেনে এনে ঘরে বেণে, রইনু নেশাখোর ;
তখন চতুর বেণে, ছিদ্র জেনে, ভাব্‌লো—কি এক হ'য়েছি।

সভ্যতার ধূয়ো ক্রমে ধ'রে, পোড়া দেশের গোঁড়া মন হ'রে,
যা' তা' এনে ফেল্লে হেথা, জাহাজ ভ'রে ভ'রে ;
মোরা দেখে সে মাল, প্রাপ্ত যে হাল, তাহাই আ'জো রেখেছি।
খয়ের খাঁয়ের ক'রে লম্বা আশ, ঠাকুর মোরা, হ'য়ে ডাকুর দাস,
মণি-মাণিক বিকিয়ে দিয়ে, কিনেছি ছাই পাঁশ ;
মোরা সাত সমুদ্রের ঢেউতে প'ড়ে, জাহান্নামে গিয়েছি !
রাতারাতি মারবো ব'লে দাঁও, "ডোণ্ট কেয়ার" ক'রে পুয়োর গাঁও,
সাত ঘাটের জল খেয়েছি, তবু না পিছ্‌পাও ;
মোরা চাষ, ব্যবসায়, পায়ে ঠেলায়, জুতোর তলে র'য়েছি।
দেখে' দেশের বাসন—কলার পাত,
মোটা বসন, মোটা ধানের ভাত,
ধ'রেছি প্লেট, চপ্‌, কাট্‌লেট্‌, ভগবতীর ক্বাথ ;
মোরা সাহেব সেজে, মনের তেজে, জংলি বুলি ছেড়েছি।
যে চা'ল দেশে চল্‌ছে বহুকাল, যে সব নীতি, ধর্ম্মরক্ষা-ঢাল,
ড্যাম্‌-নিগারের কাম বলি' তা', ঝেড়েছি গা'র ঝাল ;
মোরা গৃহলক্ষ্মী বাইরে আনি', শনির কোপে প'ড়েছি।
পিতামাতার অন্ন যুটা ভার, মোদের তখন দেখে কে বাহার,
মোরা স্কেটিং চড়ি, মিটিং করি, খেতাপ নিচি 'সার' ;
মোরা বাপ, দাদা, মা, সবার পাঠ, এক "মাই ডিয়ারে" সেরেছি।
মোরা চার্চ্চ ঘরে মার্চ্চ ক'রে, মনুর মাথা খেয়েছি।
ছিল আশা "কাট্‌বে হেন কাল, ক্রমে মোরা কাট্‌বো নেটিভ-জাল,
ব্লাক্‌ ডেভিলে পিঁষ্‌বো শিলে, করবো নাজেহাল ;

কাযে থাই না পেয়ে, ঠোকোর খেয়ে,
(আবার) কাকের দলে মিশেছি।
সকল জাতির আছে হৃদয়, প্রাণ, সবার আছে জাতির অভিমান,
আছে আরো জাতীয় ভাব, স্ব স্ব ধর্ম্ম-জ্ঞান ;
মোরা "বারো রাজ্‌পুত, তের হাঁড়ি" চানার দোনায় উঠেছি।
হ'য়ে আর্য্যঋষির বংশধর, মোদের কিনা আপাত সুখকর—
নেজুড় নিতে, সাগর-পারে, যাত্রা নিরন্তর ;
বলি—শুধু কি তাই? প্রেমের সরাই, তথায় কত খুলেছি।
মোদের যদি থাক্‌তো দেশে টান, থাক্‌তো যদি ধর্ম্মগতপ্রাণ,
মোরা গোলাম হ'য়ে টেক্কা নিতে, হ'তাম না হায়রাণ ;
হায়! সবার পায়ে সবাই মোরা, কুঠার মেরে ব'সেছি।
মোরা ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হ'য়ে, লোক যা, খেয়ে ফেলেছি!
ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ, ছুঁতেন না অন্য দেশের ধন,
বুঝ্‌তেন তাঁরা নিলে সে ধন, ভাঙবে লোহার মন ;
এখন তাঁদের কথা, তাঁদের গাথা, আমরা ঠেকে বুঝেছি।
গুণের কথা কইবো কত কা'র, যে সাধু এই দেশের অলঙ্কার,
দেশীভাবে তাঁরাও এবে, বিকান্‌নাকো আর ;
শুধু দেশীর মাঝে বুড়ো মা, বাপ, তা'ও না বেশী পেতেছি।
গোড়া কেটে আগায় ঢেলে জল, কোনকালে হয়না কোন ফল,
মোদের দেশের ছিল যে বল, আ'জ তা' রসাতল ;
তবে সৌভাগ্য এই—রাজার দয়ায়, আমরা কি, তা চিনেছি।

দয়াল রাজার নাইকো কোন দোষ, রাজা আরো বলেন করি' রোষ,
"তোমরা কেন এমন দেশে, পচা কাঁটাল-কোষ ?
তোমরা চুটিয়ে কর দেশের কায, আমরা অভয় দিতেছি।
তোমরা যখন ঘৃণ্য ভাব দেশ, ঘৃণ্য ভাব দেশের খাবার, বেশ,
তোমরা তখন সবই পার, জাগা'য়ে ছার দ্বেষ :
তোমরা রাজার পিছেও ছুট্‌তে পার, সত্য সেটা ভেবেছি।"
রাজার আরো কতবিধ বোল, "কিসে সবে পাবে মোদের কোল ?
মোরা যতই সুখে রাখ্‌ছি বুকে, ততই লাগাও গোল ;
তোমরা যেচে এসে পড়্‌ছো পাশে, আমরা তা কি ব'লেছি ?
রাজার চাই রাজার মত কায, চল্‌ছে তেমন, কিসের তবে লাজ ?
মোদের তরে আন্‌ছি মোরা, বাসন, বসন, সাজ ;
তোমরা পরের যাহা, লও লুফে তা, কোন্ 'ল'তে তা লিখেছি ?
তোমরা যবে শিল্পে মন দিবে, চাক্‌রী ছেড়ে ব্যবসায় ভিড়িবে,
তখন রাজা সুখী হ'বে, যা চাও মিলিবে :
'রাজা অপাত্রে ধন, না দেয় কখন," তোমরা তা কও, শুনেছি !
সত্যই ত এরূপ রাজকাজ, মোরা পাজি, নাইকো ঘৃণা, লাজ,
রাজার মত নইকো, তবু, কিনি রাজার সাজ ;
মোরা রাজার গুণ লাভ করিতে, এখন বটে ক্ষেপেছি।
মোদের বাড়া ভাতে ছাই প'ড়েছে, তাই ত মোরা চেতেছি।
মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে কথার ঢেউ, "বাঘের পাছে আছে যত ফেউ,
সুযোগ পেয়ে স্বার্থ খুঁজে, সাঁচ্চা নহে কেউ ;"
ছি ছি, এ খুব দুখের কথা, (মোরা) আপ্‌শে সারা হ'তেছি ;

পাগল আমি, যা'ইনা কেন গাই, এইটী যেন ক'ররে জাতভাই,
যাহে না লয় যেচে আদর, কেহই কা'রো ঠাঁই :
নইলে "একেন পাপ, শতেন পাপ" সবাই যেন ম'রেছি!
জেনো, রাজা মোদের প্রবোধ-ধন, তাঁর গুণে পথ পেয়েছি।

১২। আর কবেরে বুঝ্‌বি তোরা, সুখের নিজদেশ ?
এদিকে ত দিনে দিনে, যা' ছিল সব শেষ!
এতদিন তোদের নিয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে,
গেলেছে যে, সে মা'র লাগি,' এই কি ভাবোন্মেষ ?
বুঝ্‌বি কবে ভারত এই, সুখের নিজদেশ ?
ধন ধান্য সবই শূন্য, সবার যেচে মান,
নিত্য নূতন পাপের দাপে, ক্ষুব্ধ বড় প্রাণ ;
এমনি এবে হাড়ীর হাল,— দেহে মাত্র সম্বল ছাল,
পরের মুখে খাইয়ে ঝাল, বলিস্ তাহা বেশ্।
এরূপ ভাবে বুঝ্‌বি কবে, সুখের নিজদেশ ?
দেশের হাটে বিকায় শুধু, দেশের পচা ফল,
মাটির ঘড়া, পাত্‌লে, সরা, তামাক, হুকো, নল
বাসের মাঝে লুঙ্গী দেশী, ভাগ্যদোষে তা'ও না বেশী,
প্রতিবেশী ছিদ্রান্বেষী, তা'ই মা' এত ক্লেশ।
তা'ই ত বলি—এ'তেও দেরী, চিন্‌তে নিজদেশ ?

* ষ্টার চিহ্নিত গীতগুলি, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন-কালে প্রকাশিত। বর্ত্তমানে মাত্র তার পুনঃপ্রকাশ।

কোনও সাজে কোনও কাযে, নাইকো কোন সুখ,
উদর লাগি' ভিক্ষা মাগি', শুক্‌নো সদা মুখ ;
খেয়ে পরের লাথী, জুতা, তিক্ত গালি, রুলের গুঁতা,
পালিস্ সুত, দারা, সুতা, ঘৃণার নাই লেশ !
বেহায়া, তা'ই বলিস্ তোরা, সুখের নিজদেশ ॥

নিজের যা', তা দেখ্‌তে যদি, একটু কা'রো আশ,
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'য়ে, অম্‌নি করে গ্রাস ;
মিল্‌লে দেশের ভক্ত সনে, বিরাম স্থান লালভবনে,
পীড়ন বাড়ে ন্যায়-কথনে, এরূপ পর-দ্বেষ ।
বাঁচার তরে বুঝ্‌বি কবে, সুখের নিজদেশ ?

দেখেও এত ভা'য়ের দুঃখ, আছিস্ তোরা স্থির,
দেখিস্ না কি মায়ের দশা, ধূলায় লুটে শির ?
মায়ের ঘরের মোটা সাজে, লাগ্‌লে সবে মায়ের কাযে,
থাক্‌বি না আর ভবের মাঝে, মানুষ হ'য়ে মেষ ।
বুঝ্‌বি তবে সগৌরবে, সুখের নিজদেশ ॥

আস্‌বে কাযে নানা বাধা, থাক্‌লে ঐক্য-বল,
স্বার্থীর ছল ব্যর্থ হ'বে, মিল্‌বে শুভফল ;
দৈন্য যা'বে, মান্য হ'বে, দুর্ব্বলতা নাহি র'বে,
ধন্য-ধন্য পড়্‌বে ভবে, ছোঁবেনা কেউ কেশ ।
দেখারে তা'ই দেশের ভাবে, সুখের নিজদেশ ॥

১৩। ক'দিন আর এরূপ ভাবে, ক'র্বি ভবে বাস ?
এখনো ত দেখ্‌ছি তোরা, করিস্ পর-আশ !
ভাইকে শাসন, ভাইকে পেষণ, ভা'য়ের বুকের রক্ত-শোষণ,
নয় তা' কভু আত্মতোষণ, তা'য় ত আত্মনাশ।
এরূপ ভাবে ক'দিন ভবে, কর্‌বি তোরা বাস ?

দেশের অন্ন অন্যদেশে, জম্‌ছে দিনে দিনে.
অন্নপূর্ণার সত্রে তোরা, কাঙাল অন্ন বিনে ;
লজ্জা রাখিস্ পরের বাসে. উঠিস্, বসিস্ পরের ভাষে,
চলিস্, ফিরিস্ পরের বাসে, এম্‌নি পরদাস।
এরূপ ভাবে তোদের কবে, ছুট্‌বে মোহ-পাশ ?

পরের দ্বারে ভিক্ষা মেগে. যায়না কা'রো দুখ,
পরকে কেহ আপন ভেবে. পায়না কভু সুখ ;
যাহাই থাক্ নিজের ঘরে, যতন চাই তাহার তরে,
যত্নে মিলায় রত্ন পরে, হয় না সর্ব্বনাশ।
কেন তবে যেচে তোরা, পরিস্ পর-ফাঁস ?

দেশের ভাবে দেশের কাযে, কাটায় যা'রা কাল
দৈন্য-ভয়ে তা'দের কভু, নিকট নহে কাল ;
দিতে শিখে আত্মবলি, এরূপ তা'রা আত্মবলী,
সবার কাছে শ্রেষ্ঠ বলি', গণ্য বারমাস।
দেশে তোরা, দেশীর মত, ক'রবি কবে বাস ?

১৪। দেশের ডাকে আর কে থাকে, পরের ভাব ল'য়ে ?
আর কে নাচে, ভিক্ষা যাচে, পরপ্রত্যাশী হ'য়ে ?
ছুটুক্ পরসেবা-পেশা, জন্মুক্ দেশীভাবের নেশা,
বাড়ুক্ দেশীর সঙ্গে মেশা, দেশের কথা ক'য়ে।
আপন দেশে আর কে থাকে, পরপ্রত্যাশী হ'য়ে ?

পরে যাহা আনুক্ হেথা, কে চায় তাহা আর ?
দেশের ধন থাকুক্ দেশে, না যায় যেন পার,
পরের কাছে সে ধন বেচে, ভাইকে মেরে কি ফল বেঁচে ?
দেশের প্রেমে বেড়াক্ নেচে, সবাই দেশে র'য়ে।
কোথায় কা'র্ দুঃখ গেছে, পরপ্রত্যাশী হ'য়ে ?

করে করুক্ জুলুম্ পরে, স্বার্থরক্ষাতরে,
কেহ যেন স্বভাবত্যাগী, না হয় সেই ডরে ;
আসে আসুক্ বিঘ্ন শত আপন ভাবে থাক্‌লে রত,
হতমানী কাঙাল মত, যাবে না কেউ ব'য়ে।
কেউ না র'বে আপন দেশে, পরপ্রত্যাশী হ'য়ে ॥

১৫। উড়ে এসে হুজুগ্ দেশে, আসর যুড়ে ব'সেছে।
গাঁ'য় মানেনা আপ্‌নি মোড়ল, গাড়োল তা'ই বেড়েছে ॥
ছিল যত উলুবুনে, সবাই এখন সংকীর্ত্তনে,
কাস্তে ছেড়ে উঠ্‌তে তেড়ে, কত্তাল, খোল ধ'রেছে।
মুষল যা'রা করতো ভোঁতা, লিখ্‌ছে তা'রা কাগজ চোঁতা,
কাদাখোঁচা, ভূতুমপেচা, পাপিয়া, পিক সেজেছে।

যে সব পীঠ অগ্রে ত্যক্ত, গৌরবে তা' হাটে ব্যক্ত,
যত ভক্ত অনুরক্ত, আচ্ছা বক্ত পেয়েছে।
উড়িয়ে যা'রা ধর্ম্মধ্বজা, পরের ঘরে লুট্‌তো মজা,
এখন তা'রা ন'দের গোরা, সকল বেড়া টুটেছে।
যেথায় যত বাঁদীর বাচ্ছা, সবার কাছে সদাই সাঁচ্চা,
কেউ না নীচু, সবাই উঁচু, উচ্চের মান গিয়েছে।
সিদ্ধ যা'রা মুষ্টিযোগে, তা'রাই রত সিদ্ধযোগে,
থেকে ভোগে, ভুগে রোগে, যমের বাড়ী যেতেছে।
মার্‌লে বোমা যা'দের পেটে, মুখে 'ক' না বারেক ফুটে,
সকল ঠাঁই, তা'রাই চাই, আর কি বাকি র'য়েছে?

১৬। শান্তি মোদের, সোণার হরিণ নয়।
যেরূপ হাওয়া, সে ধন পাওয়া,
সহজ অতিশয়।
রবি, চন্দ্র, গ্রহ তারা, যা' খুসী তা' করুক্ তা'রা,
তুচ্ছ যখন মরণ, কারা, দেখায় কা'রা ভয়?
দেখ্‌বো—সাম্য, এখন কোথা রয়!

ভাইকে ভুলে ভাই এতদিন, পরের কথা শুনে,
ছিল মুগ্ধ, যাদুকরের, ভেদমন্ত্র-গুণে;
তা'ই পরে ধন লুটে নেছে, যা' হ'বার তা' হ'য়ে গেছে,
এবে সে ভুল ভেঙে দেছে, স্বভাব সহৃদয়!
দেখ্‌বো—কিসে, সাম্য দূরে রয়!

এর উপরে আবার দেখি, গভীর ঘন টুটে',
দীপ্ত সদা মোহনচাঁদ, আঁধার গেছে ছুটে :
একটু পরে নবীন রাগে, জাগ্‌বে ভানু বোধন-যাগে,
ভাস্‌বে তাহে সুখের ছবি, আস্‌বে কাছে জয়।
শান্তি আর স্বপন সম নয়!

১৭। মায়ের যবে ডাক এসেছে, ভাইরে সবে জাগ্‌।
দেশের সাজে দেশের কাযে, কোমর বেঁধে লাগ্‌॥
মায়ের ঘরের যত জিনিষ, তোরাই যদি বেচিস্‌, কিনিস্‌,
তবেই জানি মাকে চিনিস্‌, জানিস্‌ মাতৃ-যাগ।
মা ডেকেছে যখন ভাই, মায়ের কাজে লাগ্‌॥

ছিল আগে হেথায় যা'রা, মায়ের সেবা-দাস,
মায়ের দেওয়া দ্রব্যে তা'দের, মিটেছে সব আশ :
এরূপ হালে আপন ঘরে, রয়নি তা'রা পরের তরে,
লাগেনি মা'র অঙ্গোপরে, পাপের কোন দাগ।
পারেনি কেউ মায়ের অঙ্গ, করতে জোরে ভাগ॥

তোরাই তা'দের কুলের চেরাক, তোরাই কেন হেন?
'যেন তেন প্রকারেণ' কাটাস্‌ দিন যেন :
বুঝ্‌ছি তোরা পরকে নিয়ে, মায়ের সেবা ছেড়ে দিয়ে,
পরের ভাবে মেতে গিয়ে, দিচ্ছিস্‌ ঘরে আগ।
বাঁচিস্‌ যদি মায়ের ধন, আবার সবে মাগ্‌॥

আত্মরক্ষা-উপায় এবে, হাতের শুধু নখ,
অন্ন, বস্ত্র লাগি' সদা, গোলামসাজা সখ ;
গোলামখানায় নিত্য ঢুকে, হুজুর বলি' সেলাম ঠুকে',
কাম বাজা'য়ে বেজার মুখে, দেশের পরে রাগ ।
চাটিস্ তবু পরের পদ, এম্‌নি তোরা ছাগ !

যে মায়ের সেবায় মেতে, জনক, কৃষ্ণ, রাম,
অর্জ্জুন, নল, যুধিষ্ঠির, রেখেছে মা'র নাম ;
সেই মায়ের পুত্র হ'য়ে, এরূপ তোরা গেছিস্ ব'য়ে,
পরকে ঘরে টেনে ল'য়ে, দেখাস্ পোষা মাগ !
মায়ের সেবা করে যা'রা, তা'রাই মহাভাগ ॥

১৮। গরজি' ভীষণ, কাঁপা'য়ে গগন, পড়ুক্ কুলিশ বক্ষে,
শাণিত কৃপাণ করি' রক্তপান, নাচুক্ আসিয়া চক্ষে,
ঝলকি' উঠুক্ ইস্পাত ফলক, জ্বলুক্ সজোরে প্রলয় পাবক,
নাশুক্ বিষয়, শাসুক্ শাসক, পুড়ুক্ অনলে লক্ষ ।
আমরা কর্ম্মী বিরাটধর্ম্মী, স্বাত্মতা সবার লক্ষ্য ॥

হো'ক বাসস্থান মরু বা শ্মশান, তাহে না কাহারো শঙ্কা,
নন্দন সমান করিব তা' জ্ঞান, বাজা'য়ে প্রণয়-ডঙ্কা ;
সহিতে এসেছি আমরা মহাতে, সকলি সহিব সাধনে রহিতে,
বেদনার গাথা ভুলিব গাহিতে, ভাবিয়ে তাহাতে মোক্ষ ।
আমরা কর্ম্মী অভয়ধর্ম্মী, স্ব-ভাব মোদের লক্ষ্য ।

সাধিলে সিদ্ধি, অথবা ঋদ্ধি, যখন সাধক-হস্তে,
সে সাধন লাগি' র'ব মোরা জাগি', যাবনা কখন অস্তে ;
যতই পরের পীড়ন আসিবে, ততই মোদের বাঁধন খসিবে,
ততই মোদের জড়তা ছাড়িবে, বাড়িবে সাহস, সখ্য।
আমরা কর্ম্মী অমরধর্ম্মী, সমতা মোদের লক্ষ্য ॥
র'ব যতদিন স্বাতন্ত্র্যবিহীন, থাকিব সাধনে লিপ্ত,
এলে সিদ্ধি-কাল, ছিন্ন করি' জাল, হইবে হৃদয় দীপ্ত ;
অকালে বোধন রাঘবের সাজে, অসম্ভব তাহা মোদের এ সাজে,
শুন শুন অই কাল-শিঙা বাজে, "ছেড়না করম-পক্ষ।
থাকরে কর্ম্মী স্বরূপধর্ম্মী, স্বরূপে রাখিয়ে লক্ষ্য ॥
চ'লেছে যে হাওয়া, মিলিবে সে মেওয়া, ভুলনা গুরুর শিক্ষা,
র'য়ো না অলস, হ'য়ো না অবশ, ল'য়ো না পরের ভিক্ষা ;
নিজেদের যাহা নিত্য প্রয়োজন, নিজেরা সে সব কর আয়োজন,
যা' কিছু পরের দাও বিসর্জ্জন, হওরে স্ব-ভাবদক্ষ।
রহরে কর্ম্মী স্বভাবধর্ম্মী, পূর্ণতা করিয়ে লক্ষ্য ॥
পরদ্রব্য-লোভে পড়িও না ক্ষোভে, শুনিয়ে পরের মন্ত্র,
নিজেদের মাঝে নিজেদের কাযে, চালাও আপন তন্ত্র ;
পরযন্ত্র যত দেখিবে হেথায়, সব জাতীয়তা-বিনাশ-আনায়,
তোমাদের এবে তোমরা সহায়, নতুবা দাঁড়া'বে ভক্ষ্য।
তা'ই হে কর্ম্মী, চেতনধর্ম্মী, ত্যজনা চরম লক্ষ্য" ॥

* ১২ হইতে ১৮ নম্বরের রাগিণী ও তাল বিহীন সঙ্গীতগুলি ইংরেজী ১৯২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত। সর্ব্বশেষের গানটি—একনিষ্ঠ সাধকের সাধনভাব নিয়াই রচিত। সেই একনিষ্ঠতার পরিচয়ের জন্যই, এস্থলে তা' পুনরায় সন্নিবেশিত হইল।

পরিশিষ্ট।



কাশীর উৎকাশি

খবর বড় জবর রকম,
গুপ্ত কাশীর ব্যক্ত ধরম !
আজব কবির গজব বাত,
চারি চা'লেই কিস্তীমাত্ !
শুন্‌লে কাশীর চা'র চুট্‌কি,
কাশীবাসীর জ্বল্‌বে পুঁটকি !
আবার যা'রা ঘাগী ঘট্‌কি,
বস্‌বে তা'রা পিণ্ডি চট্‌কি !
যা' হো'ক খুলে ঘিয়ের মট্‌কি,
প'ড়লো কবি দূরে সট্‌কি !
কাশীর মাঝে কি উৎকাশি,
জানুক্ এবে কাশীবাসী।

১। কঠিন বুঝা কাশীর মজা, ষাঁড়াষাঁড়ীর গুপ্ত যোগ।
এ যোগ-ফল ফলে তখন, দাঁড়ায় যখন উদর-রোগ ॥
দেশের যত ক'ড়ে রাঁড়ী, থেকে ভোগে বাপের বাড়ী,
দ্বন্দ্বে পড়ি' বাড়ী ছাড়ি', কাশী আসি', মিটায় ভোগ।
যত শাক্ত মেড়ামেড়ী, ততোধিক নেড়ানেড়ী,
থাকি' ধামের আধা বেড়ি', ছাখে কা'র কি প্রেমোত্থোগ।
শ্রীঘোলের ভক্তরাজী, রাজীতেও নয় গররাজি,
সিদ্ধ খ্যাপা অতি পাজী, তাই আজি এ অভিযোগ।

২। শোন্ শোন্ সবে শোন্‌রে হেথা, বিশ্বনাথের শিঙার রোল।
"গুণ-গরিমা, জ্ঞান-মহিমা, থাকে না আর এম্‌নি গোল ॥
বাপ-খেদান মা'য়-তাড়ান, দেশের লোকের প্রাণ-ভিড়ান,
যত রাসরসিকা রস-কুড়ান, খুল্‌ছে গুপ্তযোগের টোল।
সুযোগ পেয়ে অযোগী তা'ই, বাজায় যোগে চামের ঢোল ॥

শ্রীফল-ভক্ত শাক্ত চেয়ে, শ্রীখোল-ভক্তদল,
* নিত্য নূতন রঙে ঢঙে, শুনায় যোগের ফল :
জ্ঞানযোগের সাধক যা'রা, ক্ষোভে তা'দের চোখে ধারা,
সিদ্ধ খ্যাপা আত্মহারা, ব্যক্ত তা'ই এ শক্ত বোল !
টেঁক্‌তে পারে জ্ঞানের কাশী, করলে খালি যোগীর কোল ॥"

৩। কাশীতে আসিতে কেন, সৎলোকে না চায় ?
যত ধর্ম্মষাঁড়ে ঝুঁটী নাড়ে, পেট ফাঁড়ে খোঁচায় ॥
সুযোগ পেলে পুচ্ছ নেড়ে, চাকে, শুঁকে দুধের কেঁড়ে,
রাগ দেখিলে উঠে তেড়ে, পেড়ে, ঝেড়ে রাগ মিটায়।
রাগ না দেখে ধাক্কা খেলে, হ্যাঁক্কা মেরে রাগ জমায়!
পতিহীনা বহুনারী, সতী দ্রুপদরাজকুমারী,
যাত্রা-ছলে কর্ম্ম-সারি', বাপ বলিয়ে পাপ ছাপায়!
ভণ্ড নরষণ্ডের দল, সত্রে খেয়ে চালায় কল,
এমনি তা'র চরম ফল, পথেই পেটের ধন লুটায়।
গাঁথ্নি পাকা হ'বার আগে, সভয়ে কেউ ভিত খসায় ॥

৪। আমি বৈদ্য সদ্য সদ্য, কাশীর সব রোগ তাড়াই।
যার যে ব্যাধি, আমায় সাধি', প্রাণ খুলে তা' কয় সবাই ॥
কথায় যে যা' কইতে ডরে, ব্যথায় ত তা' ব্যক্ত পরে,
কেউ না কিছু গোপন করে, কিরোগ কা'র, তাই জানাই।
পর্দা ঝেড়ে বৈদ্য আমি, সদ্য লোকের ভূত ছাড়াই ॥

চাপ্‌তে নারি বলে নারী, "গোপ্য কিছু নাই,
এলেই কাশী, দলে মিশি', বাড়াই নব বাই ;
নিত্য যাত্রা, লিঙ্গ-ছোঁয়া, কথা শোনা, গঙ্গা-নাওয়া,
মাগীগুরুর শিক্ষা লওয়া, স্বামীর কাছে ভাব যাচাই।
কেনোর গান, বাজার-টান, আছে ব'লে, প্রাণ বাঁচাই ॥

এ বাই তরে যে রোগ ধরে, কাহিল তাহে নই,
ঘোড়া-রোগে পোড়া খেয়ে, পোড়ারমুখী হই ;
তা'তেও যদি রোগ না সারে, না আসি আর পথের ধারে,
কালে যখন ধাক্কা মারে, আঁধার পথে ভার নামাই।
থাক্‌না মোদের অন্য যে বাই, রোগের সেরা রোগ ইহাই !"
নারীর পরে কহে নরে, "নারীর বাই নয়,
(মোদের) ছোট বড় ব্যাধি ষড়, নয়ের কিছু নয় ;
সত্রে খাওয়া, পাত্র পাওয়া, যাত্রীর ঠাঁই ভিক্ষা চাওয়া,
রাঁড়ীর যোত্র ফুস্‌লে লওয়া, গাঁজা, গুলির ধূম-লড়াই।
মেলার ভিড়ে ঠেলায় ভিড়ে', মালের লাগি' হাত সাফাই ॥

এই ত হেথার পীড়ার ব্যাপার, এখন আমি কই,
যে ঔষধে এ বাই রোধে, ব্যবস্থা তা'র কই ?
বা'ড়লে পরে বাড়ীর ভাড়া, সত্রে লোকে খেলে তাড়া,
উৎকাশের প'ড়লে সাড়া, কমবে ক্রমে রোগ বালাই।
নাইকো হুড়ো, তাই ত হেথা, হরির খুড়ো সব বেটাই।
ছুঁড়ী-বুড়ী মানের ঝুড়ি, রসের গুঁড়ি সব জনাই" ॥

সম্পূর্ণ